ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১০ সংখ্যা : ৪০
অক্টোবর - ডিসেম্বর : ২০১৪

অর্থনৈতিক অপরাধ প্রতিরোধ ও তাকওয়া : একটি পর্যালোচনা

ড. আ.ছ.ম. তরীকুল ইসলাম*

[সারসংক্ষেপ : *মহাগ্রন্থ আল-কুরআন, বিশুদ্ধ হাদীস ও বিদগ্ধ মুসলিম মনীষীদের দৃষ্টিতে মুমিন জীবনে 'তাকওয়া' বা আল্লাহভীতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমাদের সমাজের অনেকেই অন্যান্য ক্ষেত্রে কিছুটা হলেও তাকওয়া অনুশীলন করলেও মানব জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে তাকওয়ার অনুশীলন করেন না। যার অনিবার্য পরিণতিতে সমাজে অর্থনৈতিক অপরাধ অপ্রতিরোধ্য হয়ে দেখা দিয়েছে। সুদ, ঘুষ, যাকাত প্রদান থেকে বিরত থাকা, অবৈধ পন্থায় ব্যবসা-বাণিজ্য করা, অপচয়, কৃপণতা ও অনৈসলামিক ব্যাংকিং প্রভৃতি অসংখ্য অর্থনৈতিক অপরাধে আমাদের সমাজ হাবুডুবু খাচ্ছে। মানুষের অর্থনৈতিক জীবনে তাকওয়ার অনুপস্থিতি এ সব অপরাধ প্রবণতা সম্প্রসারণের মূল কারণ। তাকওয়ার ব্যাপ্তি সম্প্রসারণ ঘটিয়ে অর্থনৈতিক জীবনে এর যথাযথ অনুশীলনের ব্যবস্থার মাধ্যমে আমাদের সমাজের অধিকাংশ অপরাধ প্রতিরোধ করা সম্ভব। এ স্বতঃসিদ্ধ বাস্তবতাকে স্পষ্ট করে মানুষের অর্থনৈতিক জীবনে তাকওয়া অনুশীলনের পথনির্দেশনা দেয়াই এ প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।]*

১. প্রারম্ভিক কথা

মহান আল্লাহ কত সুন্দরই না বলেছেন, ﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ﴾

> তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সেই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, যে তোমাদের মধ্যে অধিক তাকওয়া সম্পন্ন।[১]

তাকওয়ার এ অগ্রগামিতা মানব জীবনের সকল ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হলেও অর্থনৈতিক জীবনে এর গুরুত্ব আরো অনেক গুণ বেশী। ইসলামের দৃষ্টিতে লেনদেন, আয়-উপার্জন ও ব্যয়-খরচে তথা অর্থনৈতিক জীবনেও তাকওয়া অবলম্বনকে খাটো করে দেখার সুযোগ নেই। বরং একজন মানুষ প্রকৃত তাকওয়ার অধিকারী হওয়ার বাস্তব প্রমাণই হচ্ছে, তার অর্থনৈতিক জীবনে তাকওয়ার পরিপূর্ণ অনুশীলন। তাকওয়া অনুশীলনের মাধ্যমে মানুষের অর্থনৈতিক জীবন পরিচালনার গুরুত্ব, মানুষের তাকওয়াহীন অর্থনৈতিক জীবনের পরিণতি প্রভৃতি বিষয়গুলো নিয়ে সাজানো হয়েছে বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধটি।

* অধ্যাপক, দা'ওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

১. আল-কুরআন, ৪৯ : ১৩

২. তাকওয়া-এর অর্থ

'তাকওয়া' শব্দটি আরবী। و- ق- ي বর্ণ সমষ্টির সমন্বয় থেকে এর উৎপত্তি। যার আভিধানিক অর্থ হচ্ছে বেঁচে থাকা। মহান আল্লাহর ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে তাঁর নিষিদ্ধ কাজ থেকে বেঁচে থাকা ও তাঁর নির্দেশিত কাজ পরিপূর্ণভাবে তাঁর প্রদর্শিত পন্থা অনুযায়ী সম্পাদন করার নামই হচ্ছে 'তাকওয়া'। কোন প্রশাসন, আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী, জাগতিক কোন শাস্তি, দণ্ড বা অন্য কারো ভয়ে ভীত হয়ে নয়; একমাত্র মহামহিম শক্তিধর রাব্বুল আলামীনের ভয়ে যে কোন অন্যায়, অপকর্ম ও অপরাধ থেকে মুক্ত থাকা ও তাঁর নির্দেশিত সকল ভালো কাজে অংশ গ্রহণ করাই হচ্ছে 'তাকওয়া'। অন্য কথায়, আল্লাহর ভয়ে পাপ বর্জন ও ছাওয়াব অর্জনই হচ্ছে তাকওয়ার স্বরূপ। তাকওয়া সম্পর্কে বিদগ্ধ মুসলিম মনীষীগণ বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন।

ইবন মাসঊদ রা. বলেন,

> التقوى هي أن يطاع الله فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر
>
> আল্লাহর আনুগত্য করা ও তাঁর অবাধ্য না হওয়া, তাঁকে স্মরণ করা, তাঁকে ভুলে না যাওয়া, তাঁর শুক্‌র করা ও তাঁর কুফরী না করাই হচ্ছে 'তাকওয়া'।[২]

তাল্‌ক ইবন হাবীব রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

> هي أن تعبد الله على نور من الله ترجو ثواب الله وتترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله
>
> আল্লাহর নির্দেশনার মধ্যে থেকে ছাওয়াব প্রাপ্তির আশায় তাঁর ইবাদাত করা আর আল্লাহর নির্দেশনার মধ্যে থেকে তাঁর শাস্তির ভয়ে তাঁর নিষিদ্ধ কাজ বর্জন করাই হচ্ছে 'তাকওয়া'।[৩]

উমর ইবন আব্দুল আযীয রহ. বলেন,

> ليس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك، ولكن تقوى الله: ترك ما حرم الله، وأداء ما افترض الله
>
> দিনে সিয়াম পালন ও রাতে সালাতে দাড়ানো এবং উভয়ের মধ্যে সংমিশ্রণের নাম তাকওয়া নয়, বরং আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা বর্জন এবং যা তিনি ফরয করেছেন তা পালন করাই হচ্ছে তাকওয়া।[৪]

ইবনু কায়্যিম বলেন,

> وأما التقوى فحقيقتها العمل بطاعة الله إيماناً واحتسابا ، أمراً ونهياً ، فيفعل ما أمر الله به إيماناً بالأمر وتصديقاً بوعده ، ويترك ما نهى الله عنه إيماناً بالنهى وخوفا من وعيده.

২. ইবনুল জাওযী, *যাদুল মাসীর ফী ইলমিত তাফসীর*, বৈরূত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৪০৪ হি., খ. ১, পৃ. ৪৩১

৩. ইবনু রাজাব আল-হাম্বলী, *জামিউল উলূমি ওয়াল হিকাম*, বৈরূত : দারুল মারিফাহ, ১৪০৮ হি., পৃ. ১৫৯

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯

আর তাকওয়ার সারার্থ হচ্ছে, ঈমান সহকারে ছাওয়াবের আশায় নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞার ক্ষেত্রে আল্লাহর আনুগত্য করা। সুতরাং আল্লাহ যা নির্দেশ দিয়েছেন তাঁর নির্দেশের উপর ঈমান ও তাঁর প্রতিশ্রুতিকে বিশ্বাস করে তা পরিপালন করা এবং যা থেকে তিনি নিষেধ করেছেন তাঁর নিষেধের উপর ঈমান ও তাঁর শাস্তির ভয়ে তা বর্জন করা।[৫]

মোট কথা, মহান আল্লাহর ভয়ে শঙ্কিত হয়ে তাঁর নিষিদ্ধ কাজ বর্জন ও তাঁর নির্দেশিত কাজ সম্পাদন করার নামই হচ্ছে, 'তাকওয়া'।

৩. তাকওয়া -এর গুরুত্ব

তাকওয়ার অনুশীলন একজন মুসলিমের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যার মধ্যে তাকওয়া নেই তার মধ্যে আর পশুর মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। তাকওয়া একজন মানুষকে সুশৃঙ্খল, সুনিয়ন্ত্রিত ও আলোকিত মানুষে পরিণত করে। সত্যিকারের মানুষ হওয়ার জন্য তাকওয়া অনুশীলনের কোন বিকল্প নেই। পাপ ও কলুষমুক্ত পরিচ্ছন্ন জীবন শুধুমাত্র তাকওয়ার মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব। জাহিলী যুগের বর্বর, উচ্ছৃঙ্খল ও অসভ্য মানুষগুলোকে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত করতে, রাসূলুল্লাহ স. তাদের মনে তাকওয়ার বীজটিই বপন করে ছিলেন। যার অনিবার্য পরিণতিতে এ জাতি মানুষের নিরাপত্তা দানের ক্ষেত্রে প্রবাদে পরিণত হয়েছিল। নারীর সতীত্ব হরণকারীরা হয়েছিল সতীত্ব রক্ষার অতন্দ্র প্রহরী। লুটেরা ও ডাকাতরা হয়েছিল অন্যের সম্পদ ও আমানত রক্ষার সৈনিক। পুলিশ প্রশাসন, র‍্যাব, যৌথ বাহিনী, চিতা, কুবরা, ডগস্কোয়াড, সিআইডি ও গুপ্তচররা যখন মানুষকে অপরাধমুক্ত করতে ব্যর্থ হয়, তখন তাকওয়াই পারে মানুষকে পরিপূর্ণ অপরাধ মুক্ত করতে। একটি অপরাধ মুক্ত আলোকিত সমাজ বিনির্মাণের জন্য তাকওয়াই একমাত্র কার্যকর মাধ্যম। সুতরাং তাকওয়ার রয়েছে অপরিসীম গুরুত্ব। মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদীসসমূহের বর্ণনাতেও এর সীমাহীন গুরুত্ব ফুটে ওঠেছে।[৬]

এসব আয়াত ও হাদীসে বারবার বিভিন্নভাবে তাকওয়া অর্জনের আহ্বান, তাকওয়াকে সবকিছুর মূল বলে স্বীকৃতি দান, তাকে পার্থিব অভাব অনটন ও সমস্যা উত্তরণ, ইহলৌকিক ও পারলৌকিক নাজাতের মোক্ষম মাধ্যম হিসেবে উল্লেখ এবং একে সর্বক্ষেত্রে সর্বোত্তম পাথেয় হিসেবে নির্ধারণ করা প্রভৃতি তাকওয়ার অপরিসীম গুরুত্বের জ্বলন্ত প্রমাণ বহন করে।

৫. ইবনু কায়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ, *আর-রিসালাহ আত-তাবুকিয়্যাহ যাদুল মুহাজির ইলা রাব্বিহী,* তাহকীক : ড. মুহাম্মাদ জামীল গাযী, জেদ্দা : মাকতাবাতুল মাদানী, তা.বি., পৃ. ১০

৬. বিস্তারিত দেখুন : আল-কুরআন, ০৪ : ০১, ০৪ : ১৩১, আল-কুরআন, ০২ : ২৭৮, আল-কুরআন, ০৩ : ১০২, আল-কুরআন, ০৫ : ৩৫, আল-কুরআন, ০৯ : ১১৯, আল-কুরআন, ৩৩ : ৭০, আল-কুরআন, ৫৭ : ২৮, আল-কুরআন, ৫৯ : ১৮

৪. তাকওয়া-এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য

তাকওয়া অদৃশ্য একটি বিষয়, যার লালনস্থল হচ্ছে মানুষের অন্তর। মানুষের মনে তাকওয়ার নির্দমনীয় শক্তি সময় সময় এমন কি লোকচক্ষুর অন্তরালে হলেও জবাবদিহিতার স্বচ্ছ অনুভূতি সৃষ্টি করে, যা তাকে নিন্দিত সব কাজ থেকে বিরত থাকতে আর নন্দিত কাজ করতে বাধ্য করে। তখন সে সকল সময় তাকে পর্যবেক্ষণকারী, যাঁর থেকে তার কোন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কাজও গোপন রাখার কোন সুযোগ নেই, সেই মহামহিম আল্লাহর সম্মুখে জবাবদিহিতার আশঙ্কায় শঙ্কিত ও ভীত সন্ত্রস্ত থাকে। তার সকল কাজকর্ম পৃথিবীর কেউ দেখুক বা না দেখুক নিখিল জাহানের রাব্ব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অবশ্যই দেখছেন, এ অনুভূতি তার মধ্যে অপরাধ থেকে বিরত ও ভালো কাজ করার অদম্য আগ্রহ সৃষ্টি করে। যার অনিবার্য পরিণতিতে সে যে কোন অপকর্ম করার অথবা অপরিহার্য করণীয় কাজ বর্জন করার দুঃসাহস দেখাতে পারে না।

গভীর রজনী। আমিরুল মুমিনীন উমর রা. প্রজাদের অবস্থা সরেজমীনে দেখার জন্য ছদ্মবেশে পৌঁছালেন এক মরু কুঠরির সন্নিকটে। কথোপকথন হচ্ছে, মা ও বালিকার মধ্যে। শুনছেন উমর রা.

মা : এখানে উমরও নেই, তাঁর পক্ষেরও কেউ নেই। আমাদের দুধে পানি মিশানোর বিষয়টি কেউ দেখছে না। তাঁদের অলক্ষ্যে আমরা মদীনার বাজারে পানি মিশ্রিত দুধ বিক্রয় করে বেশী লাভবান হবো। এসো আমরা দুধে পানি মিশ্রিত করি।

বালিকা : না, মা এটা হতেই পারে না। এ কাজ উমর ও তাঁর প্রশাসনের অলক্ষ্যে হলেও উমরের যে রাব্ব, নিখিল জাহানের যে পর্যবেক্ষক, আমাদেরও সে রাব্ব আল্লাহ মহামহিম তো আমাদের দেখছেন। তার কাছে আমরা কী জবাবদিহি করবো, তা কী ভেবে দেখেছ?

আসলে সকল সময় আল্লাহর তত্ত্বাবধানে থেকে জবাবদিহিতার এ অভিব্যক্তি, যা এ মরুর বেদুঈন বালিকার মুখ থেকে উচ্চারিত হয়েছে এটাই হচ্ছে তাকওয়ার বাস্তব রূপ। এ তাকওয়ার মহাসিন্ধু থেকে উচ্ছ্বসিত জবাবদিহিতার অনুভূতিই উমর রা.-এর মত বেহেশতের সুসংবাদপ্রাপ্ত ব্যক্তিকেও সদাসর্বদা তাড়া করে ফিরত। তিনি বলতেন,

لو مات جدي بطف الفرات لخشيت أن يحاسب الله به عمر

যদি ফুরাতের কিনারায় কোন মেষশাবক মারা যায়, তবে আমি ভয় পাই যে, এর জন্যও আল্লাহ তা'আলা আমার কাছে কৈফিয়ত চাইবেন।[৭]

৭. ইবনুল জাওযী, *সিফাতুস সাফওয়াহ,* তাহকীক : মাহমূদ ফাখুরী ও ড. মুহাম্মাদ রওয়াস কলআহ জী, বৈরূত : দারুল মা'রিফা, ১৩৯৯ হি./ ১৯৭৯ খ্রি., খ. ১, পৃ. ২৮৫

তাকওয়া অবলম্বনের জন্য এ বিষয়ে 'ইলম অর্জন খুবই অপরিহার্য। তাকওয়ার জন্য কী কী বর্জনীয় আর কী কী করণীয়, তার জ্ঞান যদি না থাকে তা হলে তাকওয়ার অনুশীলন কোন ক্রমেই সম্ভবপর নয়। সে জন্য ইবন রাজাব রহ. বলেছেন,

وأصل التقوى: أن يعلم العبد ما يتقى ثم يتقى

তাকওয়ার মূল বিষয় হচ্ছে, বান্দা প্রথমত জানবে কিসের থেকে তাকে বেঁচে থাকা উচিত, তারপর তা থেকে বেঁচে থাকবে।[৮]

বকর ইবনু খুনাইস রহ. বলেন,

كيف يكون متقيا من لا يدري ما يتقي

কীভাবে সে মুত্তাকী হবে, যে জানে না যে, সে কী বর্জন করবে?[৯]

সুতরাং তাকওয়ার জ্ঞানার্জন অপরিহার্য। অপর দিকে তাকওয়ার গণ্ডির মধ্যে প্রবেশ করতে হলে খুব সতর্ক জীবন অবলম্বন অপরিহার্য। এমন কী যেখানে হারাম-হালালের ব্যাপারে সামান্য সংশয়ের উদ্রেক হয়, সেখানে সন্দেহপূর্ণ বিষয়টি বর্জন করা উচিত। এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ عَطِيَّةَ السَّعْدِىِّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ – صلى الله عليه وسلم– قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه –صلى الله عليه وسلم– لاَ يَبْلُغُ الْعَبْدُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُتَّقِينَ حَتَّى يَدَعَ مَا لاَ بَأْسَ بِه حَذَرًا لِمَا بِه الْبَأْسُ.

আতিয়্যাতুস সাআদী রা. যিনি রাসূলূল্লাহ স.-এর অন্যতম ছাহাবী ছিলেন তার সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলূল্লাহ স. বলেছেন, বান্দাহ মুত্তাকীর পর্যায়ে পৌঁছতে পারে না, যে পর্যন্ত না সে ঐ সকল বিষয় ছেড়ে দেয় যাতে কোন দোষ নেই, এই ভয়ে যে, দোষের মধ্যে পড়ে যাবে।[১০]

সুতরাং প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে সকল সময়ে আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার ভয়ে সন্ত্রস্ত থেকে প্রয়োজনে সন্দেহপূর্ণ বিষয়টি পূর্ণ পরিহারের মাধ্যমে তাকওয়ার শীর্ষ স্থানে পৌঁছানো সম্ভব।

৫. তাকওয়ার ব্যাপ্তি

মানব জীবন অনেকগুলো দিকের সমাহারে পূর্ণাঙ্গতা লাভ করে। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, শিক্ষা, অর্থ, রাজনীতি, বিচার, ব্যবসা প্রভৃতি অসংখ্য কর্মকাণ্ডের সমষ্টিই হচ্ছে মানব জীবনের স্বরূপ। সুতরাং মানব জীবনের ব্যাপ্তি কিন্তু সংক্ষিপ্ত নয়; বহুদূর।

৮. ইবনু রাজাব আল-হাম্বালী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬০
৯. প্রাগুক্ত
১০. ইমাম তিরমিযী, *আল-জামি*, তাহকীক : আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির ও অন্যান্য, অধ্যায় : সিফাতুল কিয়ামাহ ওয়ার রাকাইক ওয়াল ওরা, বৈরূত : দারু ইহয়াইত তুরাসিল আরাবী, তা.বি., হাদীস নং ২৪৫১, হাদীসটির সনদ যঈফ (ضعيف)

আর মানব জীবনের ব্যাপ্তি যতদূর, তাকওয়ার ব্যাপ্তিও ততদূর। ইসলামে শুধু ব্যক্তি জীবনে তাকওয়া অবলম্বন যথেষ্ট নয়। মানব জীবনের উপর্যুক্ত প্রতিটি দিকেই মানুষের তাকওয়া অবলম্বন ইসলামের অনিবার্য দাবী। সে জন্য একজন মানুষ তার ব্যক্তি জীবনে যেমন তাকওয়ার অধিকারী হবে, তেমনি তাকে পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ব্যবসায়িক, বিচারিক মোট কথা তার জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই হতে হবে তাকওয়ার অধিকারী। তাকে মসজিদে যেমন মুত্তাকী বা তাকওয়া অবলম্বনকারী হতে হবে, তেমনি তাকে ব্যবসার গদি, চাকুরির চেয়ার, রাষ্ট্রের সিংহাসনেও হতে হবে মুত্তাকী। বিশেষ ক্ষেত্রে মুত্তাকী হয়ে অপর ক্ষেত্রগুলোতে তাকওয়াবিহীন জীবন যাপন ইসলামের কাম্য নয়।

৬. ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের অর্থনৈতিক জীবন

অর্থ ছাড়া পার্থিব জীবনের চাকা অচল। লজ্জা নিবারণে বস্ত্র, ক্ষুধা নিবারণে খাদ্য, সুস্থতার জন্য চিকিৎসা, বিদ্যার্জনের জন্য পয়সা; মোট কথা সব কিছুর চালিকা শক্তিই হচ্ছে অর্থ। মানুষের জন্মলগ্ন থেকেই জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে এ অর্থ। মানুষ পৃথিবিতে আসার পূর্বে পিতামাতা যখন নতুন শিশুর আগমনের বিষয়টি আঁচ করতে পারেন, তখন থেকেই তার পোশাকাদি, খাদ্য ও চিকিৎসাসামগ্রীর ব্যবস্থা করতে যেয়ে তাকে অলক্ষ্যে অর্থনীতির সাথে জড়িয়ে ফেলে। আবার কোন মানুষ মৃত্যুবরণ করার পরে তার দাফন কাফনের খরচপাতি মরার পরেও তাকে অর্থের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হতে দেয় না। তাহলে প্রতিটি মানুষ জন্মের পূর্বে ও মৃত্যুর পরেও অর্থের সাথে সম্পর্ক রাখতে বাধ্য হয়। সুতরাং অর্থের বিষয় মানব জীবনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

অর্থ মানব জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান হওয়ার কারণে মানব জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ এ অর্থকে উপেক্ষা তো করেইনি, বরং গুরুত্বের সাথেই মূল্যায়ন করেছে। এর জাজ্বল্য প্রমাণ হচ্ছে, ইসলাম ভারসাম্যপূর্ণ অথচ দারিদ্র্য বিমোচনে সফল অর্থনীতির বাস্তব সম্মত ও পরীক্ষিত পদ্ধতি 'যাকাত' ভিত্তিক অর্থনীতি প্রণয়ন করেছে। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে সালাতের মত ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ রুকন ও অপরিহার্য ইবাদতের আলোচনার পাশাপাশি যাকাতকেও এক সাথেই উল্লেখ করা হয়েছে। যাকাতকে করা হয়েছে ইসলামের তৃতীয় রুকন। মানব জাতির জন্য স্বার্থক ও সুন্দর অর্থনৈতিক জীবন উপভোগের জন্য ইসলাম প্রণয়ন করেছে মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির অতুলনীয় সনদ ইসলামী অর্থনীতি। যে অর্থনীতিতে কেউ কারো উপর যুলম করার সুযোগ নেই। সেখানে কেউ বঞ্চিত হয় না। ইনসাফ লাভে ধন্য হয় প্রতিটি বনী আদম। পুঁজিবাদী অর্থনীতির দশতলা আর গাছ তলার বিভেদ সৃষ্টি হওয়ার সুযোগ সে অর্থনীতিতে একেবারেই অনুপস্থিত। সে অর্থনীতি আবার সমাজবাদী অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তি মালিকানা উপেক্ষিত বঞ্চনার হাহাকার থেকে

পরিপূর্ণভাবে মুক্ত। সেখানে সুদ, ঘুষ, অবাঞ্ছিত মুনাফাখুরী, ফটকা বাজারী, মজুদদারী, অর্থ আত্মসাতের মত অর্থনৈতিক অপকর্মের সকল দরজা চিরতরে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। সেখানে পরিপূর্ণভাবে দেয়া হয়েছে প্রত্যেককে অর্থনৈতিক অধিকার। ধনীদের সম্পদে দরিদ্রদের প্রাপ্যকে করা হয়েছে নিশ্চিত।

ইসলাম যে অর্থনীতিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছে তার অন্যতম প্রমান হচ্ছে, কিয়ামতের কঠিন দিনের পাঁচটি প্রশ্নের দুটি প্রশ্নই হবে অর্থনৈতিক। বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ ابْنِ مَسْعُود عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا تَزُولُ قَدَمُ ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَ أَبْلاهُ وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ.

ইবন মাসঊদ রা. সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন, কিয়ামতের দিন আদম সন্তানকে পাঁচটি প্রশ্ন না করা পর্যন্ত তার রাব্বের নিকট থেকে এক পাও অগ্রসর হতে দেয়া হবে না। তার বয়স সম্পর্কে, সে তা কিভাবে কাটিয়েছে? যৌবন সম্পর্কে, সে তা কি ভাবে অতিবাহিত করেছে? তার সম্পদ সম্পর্কে, সে কোথা হতে তা উপার্জন করেছে, আর কোথায় তা ব্যয় করেছে? যা সে শিক্ষা করেছে, তার কী সে আমল করেছে?[১১]

এখানে সম্পদ উপার্জনের স্থান ও তা ব্যয়ের খাত সম্পর্কে দুটো প্রশ্ন করা হবে বলে বলা হয়েছে, আসলে মূল অর্থনীতি আয় ও ব্যয়কে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়। তাহলে এ দু'টি বিষয়ে প্রশ্ন করার অর্থই হচ্ছে, একজন মানুষের সার্বিক অর্থনৈতিক জীবনের কোন দিকই প্রশ্নের আওতা থেকে বাদ দেয়া হবে না। সার্বিক অর্থনৈতিক জীবনই জবাবদিহিতার আওতায় নিয়ে আসা হবে। সুতরাং এ দ্বারা বুঝা যাচ্ছে, ইসলাম এক দিকে যেমন মানুষের অর্থনৈতিক জীবনকে গুরুত্ব দিয়েছে, অপর দিকে তার অর্থনৈতিক জীবনে জবাবদিহিতার বিষয়টিকেও স্মরণ করিয়ে দিয়েছে।

ইসলামী অর্থনীতির মূল সূত্র হচ্ছে, বিশেষ করে আয়ের ক্ষেত্রে বাতিল ও অবৈধ পন্থা বর্জন করা। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ﴾

হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অপরের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না।[১২]

[১১]. ইমাম তিরমিযী, *আল-জামি*, অধ্যায় : সিফাতুল কিয়ামাহ ওয়ার রাকাইক ওয়াল ওরা, পরিচ্ছেদ : ফিল কিয়ামাহ, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২৪১৬, হাদীসটির সনদ হাসান (حسن)

[১২]. আল-কুরআন, ০৪ : ২৯

সুতরাং চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, জোর দখল, ধোঁকা প্রভৃতি মোট কথা যে কোনভাবেই হোক একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করাকে ইসলামে কঠোর ভাষায় নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ইসলামে হারাম বর্জন করে হালাল উপার্জনকে অপরিহার্য করা হয়েছে। বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم– : طَلَبُ كَسْبِ الْحَلاَلِ فَرِيضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ.

আলকামাহ ইবন আবদুল্লাহ রা. সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন, হালাল উপার্জন অন্বেষণ করা ফরযের পরে বড় ফরয।[১৩]

সুতরাং ইসলামের দৃষ্টিতে হালাল উপার্জন উচ্চ পর্যায়ের ফরয বলেই গণ্য। অন্য বর্ণনা অনুযায়ী ইবাদাত কবুলের অনিবার্য শর্তই হচ্ছে, হালাল খাদ্য গ্রহণ। যেমন বর্ণিত হয়েছে,

عن بن عباس قال تليت هذه الآية عند رسول الله صلى الله عليه و سلم (يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا) فقام سعد بن أبي وقاص فقال يارسول الله ادع الله أن يجعلني مستجاب الدعوة فقال له النبي صلى الله عليه و سلم يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة والذي نفس محمد بيده إن العبد ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه عمل أربعين يوما وأيما عبد نبت لحمه من السحت والربا فالنار أولى به.

ইবন আব্বাস রা. সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি যখন রাসূলুল্লাহ স.-এর নিকট এ আয়াতটি তিলাওয়াত করলাম, ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلالا طَيِّبًا﴾ হে মানুষ, যমীনে যা রয়েছে, তা থেকে হালাল পবিত্র বস্তু আহার কর।[১৪] তখন সা'আদ ইবন আবী ওয়াক্কাস রা. দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি আল্লাহর কাছে দু'আ করুন যাতে আল্লাহ আমার দু'আ কবুল করেন। তখন রাসূলুল্লাহ স. তাকে বললেন, হে সা'আদ, তোমার খাদ্য পরিশুদ্ধ করো, তাহলে তুমি দু'আ কবুলকৃতদের অন্তর্ভুক্ত হবে। যাঁর হাতে মুহাম্মাদের আত্মা তাঁর শপথ, যদি কোন বান্দাহ এক লুকমা হারাম খাদ্য তার পেটের মধ্যে নিক্ষেপ করে, তাহলে তার কোন আমাল আল্লাহ চল্লিশ দিন পর্যন্ত কবুল করেন না। যে বান্দাহর গোশত হারাম ও সুদের দ্বারা বেড়ে ওঠে, আগুনই হচ্ছে, তার জন্য উত্তম।[১৫]

[১৩]. ইমাম বায়হাকী, *আস-সুনান আল-কুবরা*, অধ্যায় : আল-ইজারাহ, পরিচ্ছেদ : কাসবুর রজুলি ওয়া আমালাহু বিয়াদিহী, হায়দারাবাদ : মাজলিসু দায়িরাতিল মাআরিফ আন-নিযামিয়্যাহ, ১৩৪৪ হি., হাদীস নং-১২০৩০, হাদীসটির সনদ যঈফ (ضعيف); *মিশকাতুল মাসাবীহ*, তাহকীক : মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, বৈরূত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি., হাদীস নং-২৭৮১

[১৪]. আল-কুরআন, ০২ : ১৬৮

[১৫]. ইমাম তাবারানী, *আল-মুজামুল আওসাত*, কায়রো : দারুল হারামাইন, ১৪১৫ হি., খ. ৬, হাদীস নং-৬৪৯৫

সুতরাং দিবালোকের মত স্পষ্ট যে, ইসলামের দৃষ্টিতে অণু পরিমাণও হারাম ভক্ষণের সুযোগ নেই। অন্য বর্ণনায় হারাম ভক্ষণের বিষয়টির সাথে হারাম পানীয় গ্রহণ, হারাম বস্ত্র পরিধানের বিষয়টিও যুক্ত হয়েছে। বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبًا ، وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَ الْمُؤْمنينَ بِمَا أَمَرَ به الْمُرْسَلينَ ، وَقَالَ : {يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا منَ الطَّيِّبَات وَاعْمَلُوا صَالحًا} وَقَالَ : {يَا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا كُلُوا منْ طَيِّبَات مَا رَزَقْنَاكُمْ ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلُ يُطيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ ، يَمُدُّ يَدَيْه إِلَى السَّمَاء ، يَا رَبِّ يَا رَبِّ مَطْعَمُهُ حَرَامٌ ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ ، وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لذَلكَ.

আবূ হুরায়রাহ রা. সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলূল্লাহ স. বলেছেন, হে মানব জাতি, আল্লাহ পবিত্র, তিনি পবিত্র ব্যতীত কোন কিছুকে কবুল করেন না। আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা সে বিষয়ে মুমিনদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, যে বিষয়ে তিনি রাসূলদেরকেও নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ﴾

হে রাসূলগণ, তোমরা পবিত্র ও ভাল বস্তু থেকে খাও এবং সৎকর্ম কর।[১৬]

তিনি বলেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ﴾

হে তোমরা যারা ঈমান এনেছো, আমি যে সব পবিত্র বস্তু তোমাদেরকে দান করেছি, তা থেকে তোমরা খাও।[১৭]

এরপর তিনি উল্লেখ করেন, একজন ব্যক্তি লম্বা সফর শেষে অবিন্যস্ত চুল ও ধুলায় ধূসরিত অবস্থায় আসমানের দিকে হাত উঠিয়ে বলে, হে রব, হে রব, অথচ তার খাদ্য হারাম, তার পানীয় হারাম, তার পোশাক হারাম, অধিকন্তু, সে হারাম দ্বারা পরিপুষ্ট হয়েছে। এরপর কীভাবে তার দু'আ কবুল হবে![১৮]

সুতরাং এ হাদীস থেকে জানা যায়, হারাম খাদ্য, হারাম পানীয়, হারাম পোশাক ভোগ করে ইবাদত কবুল করানোর কোন সুযোগ নেই।

ইসলাম একটি পরিচ্ছন্ন অর্থনৈতিক জীবন প্রণয়ন করেছে। মানবজাতির অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য এ অর্থনীতি বাস্তবায়নের কোন বিকল্প নেই। এ অর্থনীতি ব্যতীত

[১৬] আল-কুরআন, ২৩ : ৫১

[১৭] আল-কুরআন, ০২ : ১৭২

[১৮] ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আয-যাকাত, পরিচ্ছেদ : কুবুলুস সাদাকাতি মিনাল কাসবিত তায়্যিবি ওয়া তারবিয়াতিহা, বৈরূত : দারুল জীল ও দারুল আফাক আল-জাদীদা, তা.বি., খ. ৩, হাদীস নং-২৩৯৩

পৃথিবীতে প্রচলিত পুঁজিবাদী, সমাজতন্ত্রী ও মিশ্র অর্থনীতির করুণ পরিণতি বিশ্ববাসী অবলোকন করেছে। মানবজাতির অর্থনৈতিক মুক্তি দিতে ব্যর্থ এসব অর্থনীতি যে মুখ থুবড়ে পড়েছে তা আজ স্পষ্টভাবে প্রমাণিত। পাশ্চাত্যে হাজার হাজার ব্যাংক দেউলিয়া হয়েছে। সমাজতন্ত্র তার ভূখণ্ডেই আত্মহত্যা করেছে। মিশ্র অর্থনীতিও মানুষকে কাক কুকুরের সাথে পাল্লা দিয়ে ডাস্টবিনে খাদ্য সংগ্রহ, জাল জড়িয়ে কিশোরীর লজ্জা নিবারণ, আর্থিক কষ্টে পিতাকে সন্তান বিক্রয় অথবা তাকে হত্যার মত জঘন্য চিত্র ছাড়া কিছুই উপহার দিতে পারেনি। পক্ষান্তরে ইসলামী অর্থনীতি কীভাবে মানবজাতির অর্থনৈতিক মুক্তির দিশা দিতে পারে তার প্রমাণ আল-খুলাফাউর রাশীদুনের যুগে অর্থনৈতিক উৎকর্ষ সাধন। যেখানে যাকাত নেয়ার লোকও খুঁজে পাওয়া যেত না।

৭. অর্থনৈতিক জীবন ও তাকওয়া

এটি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত যে, মানুষের জীবনের যে কোন দিক সুন্দর, সুনিয়ন্ত্রিত, আলোকিত ও পরিচ্ছন্ন করতে হলে তাকওয়া অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মানব জীবনের অন্যান্য দিকের চেয়ে তার অর্থনৈতিক দিকটি একটু ভিন্ন। কেননা অর্থনৈতিক জীবন লোভ-লালসা ও আপসহীন স্বার্থের সাথে সরাসরি জড়িত। সে জন্য অতি সহজে মানুষ এ জীবনে স্বার্থের কবলে পড়ে বিপদগামী হয়ে থাকে। তাই তার অর্থনৈতিক জীবনকে কালিমামুক্ত করে আলোকিত রাখতে হলে, তার তাকওয়া অন্যান্য ক্ষেত্রের চেয়ে এ ক্ষেত্রে বেশী বলিষ্ঠ ও বেশী শক্তিশালী হওয়া প্রয়োজন। অর্থনৈতিক জীবনে যদি তাকওয়ার অনুশীলন করা না হয়, তা হলে, সে মানুষ হিংস্র পশুতে পরিণত হয়। পশুর মতই সে "জোর যার মুল্লুক তার" দর্শন চর্চা শুরু করে। যেখানেই সে অর্থনৈতিক স্বার্থ টের পায়, হালাল-হারামের পার্থক্য উপেক্ষা করে সে নিজের স্বার্থ উদ্ধারে কোমর বেঁধে নেমে পড়ে। সে হারামকে আর হারাম মনে করে না। এর জন্য সে মানুষ হত্যা করতেও পরওয়া করে না। পক্ষান্তরে সে যদি অর্থনৈতিক জীবনে তাকওয়া অনুশীলনে অভ্যস্ত থাকে, তাহলে আল্লাহর কাছে জওয়াবদিহির শঙ্কায় শঙ্কিত হওয়ার কারণে হারাম পন্থায় স্বার্থসিদ্ধির প্রচেষ্টা থেকে সে বিরত থাকতে বাধ্য হয়। সুতরাং অর্থনৈতিক জীবনে পাপ মুক্ত থাকতে হলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাকওয়া অনুশীলনের কোন বিকল্প নেই। উল্লেখ্য, জীবনের অনেক ক্ষেত্রে তাকওয়া লালন করে মুত্তাকী হওয়াটা সহজ হলেও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মুত্তাকী হওয়া বেশী কঠিন।

সমগ্র পৃথিবীতে যত বিশৃঙ্খলা, যুদ্ধবিগ্রহ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা অনুষ্ঠিত হয়েছে এর অধিকাংশের পিছনে রয়েছে অর্থনৈতিক কারণ। তাকওয়ার অনুপস্থিতিই মূলত এ সব পাপাচারের জন্ম দিয়েছে। আমাদের সমাজেও যে অর্থনৈতিক অপরাধ ভয়ঙ্কর রূপ

ধারণ করেছে, এখানে তাকওয়ার সঙ্কটই অন্যতম কারণ। সুদী কারবার, ওজনে কম, মওজুদদারী, মিথ্যা শপথ করে পণ্য বিক্রয়, ফরমালিনের মত জীবনগ্রাসী রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করে লাভবান হওয়া, পণ্যের দোষ গোপন, ঘুষ গ্রহণ, ঘুষদান, আত্মসাৎ, যুলম, প্রতারণা, লটারী, ফটকাবাজারী, জাল-জোচ্চুরি, অবৈধ ক্রয়বিক্রয়, কালোবাজারী, চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, জোর-দখল, ধোঁকা, ডিউটি পালন না করে বেতন গ্রহণ ও যাকাত না দেয়ার মত জঘন্য অর্থনৈতিক অপরাধে সমাজ আকণ্ঠ নিমর্জিত হওয়ার পেছনে তাকওয়ার অনুপস্থিতিই মূল কারণ। মহান আল্লাহর ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে তথা তাকওয়ার গুণ অর্জনকারী কক্ষনো এ ধরনের অপরাধ করার দুঃসাহস দেখায় না। অর্থনৈতিক জীবনে তাকওয়ার সঙ্কটই মানুষকে দ্রুত জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। মানুষের অর্থনৈতিক জীবনে তাকওয়ার সঙ্কট নিজের খাদ্য, পোশাক এমনকি শরীরকেও হারামের সাথে মিশিয়ে একাকার করে ফেলে। যার পরিণতিতে কবুল হয় না তার ইবাদত। তখন জাহান্নামে যাওয়া ছাড়া তার আর কোন গত্যন্তর থাকে না। সুতরাং একজন মানুষের অর্থনৈতিক জীবনে তাকওয়া এক দুর্লভ সম্পদ, যা মানুষকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাতে ঢালের ভূমিকা পালন করে।

৮. অর্থনৈতিক জীবনে তাকওয়ার অনুপস্থিতির পরিণতি

অর্থের অবাধ হাতছানি, অর্থের প্রতি মানুষের অদম্য লোভ-লালসার কারণে মানুষের অর্থনৈতিক জীবন পরিচ্ছন্ন রাখা দুরূহ হলেও তাকওয়া অবলম্বনের মাধ্যমে নিষ্কলুষ অর্থনৈতিক জীবন যাপন মোটেও কঠিন নয়। অতন্দ্র প্রহরীর মত তাকওয়াই পারে তাকে পাপমুক্ত রাখতে। যে ব্যক্তির তাকওয়া যত বেশী শক্তিশালী, অর্থনৈতিক জীবনে সে তত বেশী স্বচ্ছ। যার মধ্যে তাকওয়া নেই, সে লোভ-লালসার গোলামে পরিণত হয়। সে পরিণত হয় অর্থের সেবাদাসে। সে ব্যস্ত হয়ে ওঠে হালাল হারামের তোওয়াক্কা না করে দু'হাতে সম্পদ জমাতে। সে মেতে ওঠে বাতিল পন্থায় অন্যের অর্থ সম্পদ ভক্ষণের প্রতিযোগিতায়। তখন সে অসংখ্য জঘন্য অর্থনৈতিক অপরাধে জড়িয়ে পড়ে। সংক্ষিপ্ত আকারে তাকওয়ার অনুপস্থিতির কারণে সংঘটিত উল্লেখযোগ্য কয়েকটি অপরাধ সম্পর্কে এখানে আলোকপাত করা হলো-

৮.১ সুদী কারবারে সম্পৃক্ততা

ইসলামের দৃষ্টিতে যা মূলধনের অতিরিক্ত, তা কম হোক বা বেশী হোক, তাই সুদ। এ প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ صَاحِبِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ : كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الرِّبَا.

রাসূলুল্লাহ স.-এর সাহাবি ফাদালাহ ইবন উবায়িদ রা. সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, "প্রতিটি ঋণ যা লাভ বয়ে আনে তা সুদেরই অংশ বিশেষ"।[১৯]

[১৯.] আল-বায়হাকী, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৩৫০, হাদীস নং-১০৭১৫

এ হাদীসের আলোকে মূলধনের অতিরিক্ত যে অর্থ বিনা শ্রমে ও ঝুঁকি ছাড়াই ঋণদাতা ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে গ্রহণ করে মূলত সেটাই সুদ। ইসলামে সুদ জঘন্য অপরাধ। সুদের মাধ্যমে যে কোন কারবারই হারাম। অতি প্রয়োজনে সুদী কারবার বৈধ কিনা, প্রশ্ন করলে বলা হয়েছে- لا يجوز التعامل بالربا مطلقًا অর্থাৎ সাধারণত সুদ সম্পর্কিত কোন লেনদেনই বৈধ নয়।[২০] মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে মহান আল্লাহ সুদ বর্জনের আহ্বান জানিয়ে ইরশাদ করেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾

হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং (আগের সুদী কারবারের) যে সব সুদ বকেয়া রয়েছে তা ছেড়ে দাও, যদি সত্যিই তোমরা মুমিন হও। যদি তোমরা তা ছেড়ে না দাও, আল্লাহ্ ও তার রাসূলের সাথে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হও। আর যদি তোমরা তওবাহ কর, তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই। এতে তোমরা অত্যাচার করবে না এবং অত্যাচারিত হবে না।[২১]

এখানে সুদ বর্জন না করলে মুমিন না থাকার হুশিয়ারী দেয়া হয়েছে। সাথে সাথে সুদী লেনদেনের সাথে জড়িত থাকাকে মহান আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল স.-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার শামিল বলে সাবধান করে দেয়া হয়েছে। ইসলামে অন্য কোন অপরাধকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল স.-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের নামান্তর বলে উল্লেখ করা হয়নি। সুতরাং এটা একটা মারাত্মক অপরাধ। অপরদিকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল স.-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার অর্থই হচ্ছে, সুদের সাথে সংশ্লিষ্টদের ধ্বংস অনিবার্য। কেননা তাদের সাথে যুদ্ধের পরিণতি ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। তাছাড়া এখানেও মহান স্রষ্টার পক্ষ হতে সুদ বর্জনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। স্রষ্টার নির্দেশ অবমাননার ধৃষ্টতা শক্ত অপরাধ। যারা সুদী লেনদেন বর্জন করে না, তারা রবের নির্দেশ লঙ্ঘনের এই শক্ত অপরাধেও অপরাধী। এখানে উল্লেখিত আয়াতে যে সুদ নিষিদ্ধ হয়েছে, তা জাহিলী যুগেও প্রচলিত ছিল। বর্তমানে প্রচলিত ব্যাংকগুলো মূলত ঐ সুদী কারবার করে, যা ঐ যুগে করা হত। সূরা আল-বাকারা-এর অন্যত্র আল্লাহ্ সুদকে নিশ্চিহ্ন করার ঘোষণাও ব্যক্ত করেছেন। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন,

﴿ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴾

আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বর্ধিত করেন। আল্লাহ কোন অকৃতজ্ঞ পাপীকে ভালবাসেন না।[২২]

[২০.] *ফাতাওয়াল লাজনাতিদ দা'য়িমাহ*, খ. ১৩, পৃ. ২৯৪

[২১.] আল-কুরআন, ০২ : ২৭৮-২৭৯

[২২.] আল-কুরআন, ০২: ২৭৬

এ প্রসঙ্গে আরো বলা হয়েছে,

﴿ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴾

মানুষের সম্পদে বৃদ্ধি পাবে বলে তোমরা যে সুদ দিয়ে থাক, আল্লাহর দৃষ্টিতে তা ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করে না। কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য তোমরা যে যাকাত দিয়ে থাক, তাই বৃদ্ধি পায়। অতঃপর তারাই সমৃদ্ধশালী।[২৩]

আসলে সুদী কারবারের মাধ্যমে সম্পদ বৃদ্ধি হয় না, বরং অদূর ভবিষ্যতে তার ধ্বংস হয় অনিবার্য। সুতরাং দ্ব্যর্থহীনভাবে বলা যায় যে, ইসলামে সুদ হারামতো বটেই বরং অন্যতম জঘন্য ও ঘৃণিত পাপ।

ইসলামের দৃষ্টিতে সুদ এত বড় জঘন্য ও ঘৃণিত পাপ হওয়ার পরেও অর্থনৈতিক জীবনে তাকওয়ার অনুশীলন না থাকার কারণে আমাদের সমাজের অধিকাংশ মুসলিম সুদকে একবারেই স্বাভাবিক ভেবে সুদের আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে যায়, জড়িয়ে আছে। সুদী ব্যাংক ও এনজিও প্রতিষ্ঠানগুলো সমাজকে সুদের করাল গ্রাসে নিক্ষেপ করার জন্য দায়ী। একজন মুসলিমের জন্য তার ইহকাল ও পরকাল বিধ্বংসী এ সুদের সংশ্রবে যাওয়াও অবৈধ। পক্ষান্তরে আমাদের সমাজের অর্থনীতি বলতে গেলে সুদ ভিত্তিক, যা আমাদের অর্থনৈতিক জীবনে তাকওয়ার আকাল ও দৈন্যদশারই ফসল।

৮.২ ঘুষ আদান প্রদান

অনধিকারকে অধিকারে আর অধিকারকে অনধিকারে রূপান্তরের জন্য সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্তকে যা দেয়া হয় তাকে ঘুষ বলে। ইসলামের দৃষ্টিতে ঘুষ আদান প্রদান জঘন্য অপরাধ। এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ.

আব্দুল্লাহ ইবন আমর রা. সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. ঘুষদাতা ও ঘুষ গ্রহীতাকে অভিসম্পাত দিয়েছেন।[২৪]

অন্য বর্ণনায় মহান আল্লাহর অভিসম্পাতের কথা এসেছে। যেমন বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي.

আব্দুল্লাহ ইবন 'আমর রা. সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন, ঘুষদাতা ও ঘুষ গ্রহীতাকে আল্লাহ অভিসম্পাত দিয়েছেন।[২৫]

[২৩]. আল-কুরআন, ৩০ : ৩৯

[২৪]. ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-আকযিয়াহ, পরিচ্ছেদ : ফী কারাহিয়াতির রিশওয়া, বৈরূত : দারুল কিতাব আল-আরাবী, তা.বি., হাদীস নং-৩৫৮২। হাদীসটির সনদ সহীহ; মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *সহীহ ওয়া যঈফ সুনানি আবী দাউদ*, হাদীস নং-৩৫৮০

[২৫]. ইমাম আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, বৈরূত : মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, ১৪২০ হি./১৯৯৯ খ্রি., হাদীস নং-৬৭৭৮; হাদীসটির সনদ সহীহ; মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *সহীহুল জামি' আস-সগীর ওয়া যিয়াদাতুহু*, বৈরূত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, খ. ৩, পৃ. ২১৩, হাদীস নং-৫১১৪

অন্য বর্ণনায় বলা হয়েছে,

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ وَالرَّائِشَ .

ছাওবান রা. সূত্রে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ স. ঘুষদাতা, ঘুষ গ্রহীতা ও ঘুষের মধ্যস্ত তাকারীকেও অভিসম্পাত দিয়েছেন।[২৬]

আরো বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ فِي الْحُكْمِ.

আবূ হুরায়রা রা. সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বিচারের ক্ষেত্রে ঘুষদাতা ও ঘুষ গ্রহীতাকে অভিসম্পাত দিয়েছেন।[২৭]

আরো বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن عَمْرٍو , قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي فِي النَّارِ

আব্দুল্লাহ ইবন 'আমর রা. সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন, ঘুষদাতা ও ঘুষ গ্রহীতা জাহান্নামে যাবে।[২৮]

এ সব বর্ণনার আলোকে স্পষ্ট ভাষায় বলা যায় যে, ইসলামের দৃষ্টিতে ঘুষ জাহান্নামকে অনিবার্য করে এমন একটি জঘন্য অপরাধ। আমাদের মুসলিম অধ্যুষিত সমাজেও আজকাল ঘুষ ব্যতীত অফিস আদালতে কোন কাজই হয় না। প্রত্যহ বিলিয়ন বিলিয়ন টাকার ঘুষ লেনদেন হয়। এখানে ঘুষ আদান-প্রদান করে তাকে স্পীডমানী, বখশিশ, উপঢৌকন, উপহার, হাদিয়া, তোহফা প্রভৃতি নামে বৈধ করার প্রাণান্তকর চেষ্টা চলছে। শূকরের মাংসকে অন্য নামে যতই নামকরণ করা হোক তা যেমন হালাল হওয়ার সুযোগ নেই, তেমনি ঘুষ ঘুষই তা সর্বকালে সর্বযুগেই হারাম, তার নাম যাই দেয়া হোক না কেন। আসলে আমাদের সমাজকে মারাত্মক এ পাপে কলুষিত করার মূল কারণ হচ্ছে অর্থনৈতিক জীবনে তাকওয়ার অনুপস্থিতি।

৮.৩ যাকাত থেকে বিরত থাকা

ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ যাকাত। ইসলামের দৃষ্টিতে একে কোনভাবেই অবহেলা করার সুযোগ নেই। আল-কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদীসে যাকাত না দিলে বিভিন্ন শাস্তির কথা উল্লেখ হয়েছে। যেমন-

[২৬]. ইমাম আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২২৩৯৯। হাদীসটির সনদ মুনকার (منكر); মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *সিলসিলাতুল আহাদীছিয যঈফাহ ওয়াল মাওযূআহ ওয়া আছারুহাস সায়্যি ফিল উম্মাহ*, রিয়াদ : দারুল মা'রিফাহ, ১৪১২ হি./১৯৯২ খ্রি., হাদীস নং-১২৩৫

[২৭]. ইমাম তিরমিযী, *আল-জামি'*, অধ্যায় : আল-আহকাম, পরিচ্ছেদ : আর-রাশী ওয়াল মুরতাশী ফিল হুকম, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১৩৩৬। হাদীসটির সনদ সহীহ (صحيح); মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *সহীহুল জামি আস-সগীর ওয়া যিয়াদাতুহু*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৫০৯৩

[২৮]. ইমাম তাবারানী, *আল-মুজামুল আওসাত*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২০২৬। হাদীসটির সনদ মুনকার (منكر); মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *সিলসিলাতুল আহাদীসিয যঈফা*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৬৮৬৯

ক. যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অপরিহার্য

যেমন ঘোষিত হয়েছে,

قَالَ أبو بكر الصديق وَاللَّه لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاة وَالزَّكَاة فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَال وَاللَّه لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعهَا.

আবূ বকর রা. বলেন, আল্লাহর শপথ, যারা সালাত ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করে, আমি অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। যাকাত সম্পদের হক। আল্লাহর শপথ, যদি তারা যে মেষশাবক রাসূলুল্লাহ স.-এর নিকট যাকাত হিসেবে দিত, তা যদি দিতে অস্বীকার করে, আমি তা অস্বীকার করার কারণে অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো।[২৯]

ইসলামে বিশেষ শ্রেণীর অমুসলিমদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ বৈধ, এখানে যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার অর্থই হচ্ছে, তারা ইসলামের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে গেছে। সুতরাং যারা যাকাত দেয় না, তাদের আর অমুসলিমদের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না।

খ. কিয়ামতের দিন বেড়ি পরানো

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِه هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِه يَوْمَ الْقِيَامَة وَلِلَّه مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾

আর আল্লাহ যাদেরকে তাঁর অনুগ্রহ থেকে যা দান করেছেন তা নিয়ে যারা কৃপণতা করে, তারা যেন ধারণা না করে যে, তা তাদের জন্য কল্যাণকর। বরং তা তাদের জন্য অকল্যাণকর। যা নিয়ে তারা কৃপণতা করেছিল, কিয়ামত দিবসে তা দিয়ে তাদের বেড়ি পরানো হবে। আর আসমানসমূহ ও যমীনের উত্তরাধিকার আল্লাহরই জন্য। আর তোমরা যা আমল কর, সে ব্যাপারে আল্লাহ সম্যক জ্ঞাত।[৩০]

সুতরাং যাকাত থেকে বিরত থাকার পরিণতই হচ্ছে, মর্মান্তিক শাস্তি।

গ. জাহান্নামের আগুনের সেঁক দান

মহান আল্লাহ এ প্রসঙ্গে বলেন,

﴿ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّه فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ . يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ﴾

[২৯]. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আয-যাকাত, পরিচ্ছেদ : উজূবুয যাকাত, বৈরূত : দারু ইবনি কাছীর, ১৪০৭ হি./১৯৮৭ খ্রি., হাদীস নং-১৩৩৫

[৩০]. আল-কুরআন, ০৩: ১৮০

এবং যারা সোনা ও রূপা পুঞ্জীভূত করে রাখে আর তা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে না, তুমি তাদের বেদনাদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও। যেদিন জাহান্নামের আগুনে তা গরম করা হবে, অতঃপর তা দ্বারা তাদের কপালে, পার্শ্বে এবং পিঠে সেঁক দেয়া হবে। (আর বলা হবে) এটা তা-ই যা তোমরা নিজদের জন্য জমা করে রেখেছিলে। সুতরাং তোমরা যা জমা করেছিলে তার স্বাদ উপভোগ কর।[৩১]

সুতরাং যাকাত প্রদান না করা কঠিন শাস্তিকে অনিবার্য করে। ইসলামে একে অবহেলা ও অবজ্ঞা করার ন্যূনতম কোন সুযোগ নেই।

ঘ. বিষধর সাপ দ্বারা দংশন

বিশুদ্ধ হাদীসে এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَة شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَة ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْه ، يَعْنِي شِدْقَيْه ، ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ ...

আবূ হুরায়রাহ রা. সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন, যাকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন আর সে তার যাকাত দেয় না, কিয়ামতের দিন ঐ ধন-সম্পদ তার জন্য লোমহীন মস্তক বিশিষ্ট সাপে পরিণত করা হবে, যার (চক্ষুদ্বয়ের) ওপর দুটি কালো বিন্দু থাকবে এবং ঐ সাপ তার গলায় পেঁচানো হবে এবং তা ঐ ব্যক্তির দু চোয়াল (কামড় দিয়ে) ধরে বলতে থাকবে, আমি তোমার সম্পদ, আমি তোমার গচ্ছিত ধন ...।[৩২]

সুতরাং যাকাত না দেয়ার পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ, যা কঠোর শাস্তিকে অপরিহার্য করে।

ঙ. পশুদ্বারা পদদলিত

এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে,

عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ تَأْتِي الْإِبِلُ عَلَى صَاحِبِهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ إِذَا هُوَ لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَأْتِي الْغَنَمُ عَلَى صَاحِبِهَا عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ إِذَا لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا تَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَقَالَ ... قَالَ وَلَا يَأْتِي أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَة بِشَاة يَحْمِلُهَا عَلَى رَقَبَتِه لَهَا يُعَارٌ فَيَقُولُ يَا مُحَمَّدُ فَأَقُولُ لا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ بَلَّغْتُ وَلا يَأْتِي بِبَعِيرٍ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِه لَهُ رُغَاءٌ فَيَقُولُ يَا مُحَمَّدُ فَأَقُولُ لا أَمْلِكُ لَكَ مِنْ اللَّه شَيْئًا قَدْ بَلَّغْتُ.

[৩১]. আল-কুরআন, ০৯ : ৩৪-৩৫

[৩২]. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আয-যাকাত, পরিচ্ছেদ : ইছমু মানিইয-যাকাত, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১৩৩৮

আবূ হুরায়রাহ রা. সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন, "যে ব্যক্তি নিজের উটের হক আদায় করবে না, সে উট দুনিয়া অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী হয়ে খুর দিয়ে আপন মালিককে পিষ্ট করতে আসবে, যে ব্যক্তি নিজের ছাগলের হক আদায় করবে না, সে ছাগল দুনিয়া অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী হয়ে খুর দিয়ে আপন মালিককে পদদলিত করবে এবং শিং দিয়ে আঘাত করবে। ... রাসূলুল্লাহ স. বলেন, তোমাদের কেউ যেন কিয়ামতের দিবসে কাঁধের উপর চিৎকাররত ছাগল বহন করে আমার নিকট এসে এ কথা না বলে যে, হে রাসূলুল্লাহ স. আমাকে শাস্তি থেকে রক্ষা করুন। তখন আমি বলব, তোমার জন্য কিছু করার আমার কোন ক্ষমতা নেই। আমি তো এ বিষয়টি পৌঁছে দিয়েছিলাম। আর তোমাদের কেউ যেন কিয়ামতের দিবসে কাঁধের উপর চিৎকাররত উট বহন করে আমার নিকট এসে এ কথা না বলে যে, হে রাসূলুল্লাহ স. আমাকে শাস্তি থেকে রক্ষা করুন। তখন আমি বলব, তোমাকে কিছু করার আমার কোন ক্ষমতা নেই। আমি তো এ বিষয়টি তোমাদেরকে (আগেই) পৌঁছে দিয়েছিলাম।[৩৩]

সুতরাং যারা পশুর যাকাত দেয় না তাদের যে জঘণ্য সাজা দেয়া হবে তার একটি চিত্র এখানে ফুটে ওঠেছে।

চ. উত্তপ্ত পাথর ব্যবহার

অন্য বর্ণনায় যাকাত না দেয়ার আরো কঠোর শাস্তির আলোচনা এসেছে। যেমন বর্ণিত হয়েছে- আবূ যার রা. রাসূলুল্লাহ স.-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন,

بَشِّرْ الْكَانِزِينَ بِرَضْفٍ يُحْمَى عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ثُمَّ يُوضَعُ عَلَى حَلَمَةِ ثَدْيِ أَحَدِهِمْ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ نُغْضِ كَتِفِهِ وَيُوضَعُ عَلَى نُغْضِ كَتِفِهِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ حَلَمَةِ ثَدْيِهِ يَتَزَلْزَلُ.

যারা সম্পদ জমা করে রাখে, তাদেরকে এমন গরম পাথরের সুসংবাদ দাও, যা তাদেরকে শাস্তি প্রদানের জন্য জাহান্নামে উত্তপ্ত করা হচ্ছে। তা তাদের স্তনের বোঁটার উপর স্থাপন করা হবে আর তা কাঁধের পেশী ভেদ করে বের হবে এবং কাঁধের উপর স্থাপন করা হবে, তা নড়াচড়া করে সজোরে স্তনের বোঁটা ছেদ করে বের হবে।[৩৪]

ছ. অনিবার্য জাহান্নাম

অন্য বর্ণনায় যাকাত না দেয়ার অনিবার্য সাজা যে জাহান্নাম, তা স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ হয়েছে। যেমন বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مَانِعُ الزَّكَاةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي النَّارِ.

[৩৩]. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আয-যাকাত, পরিচ্ছেদ : ইছমু মানিয়িয যাকাত, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১৩৩৭

[৩৪]. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আয-যাকাত, পরিচ্ছেদ : মা আদ্দা যাকাতাহু ফালাইসা বিকানয, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১৩৪২

আনাস ইবন মালিক রা. সূত্রে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ স. বলেন, কিয়ামতের দিন যাকাত প্রদান থেকে বিরত থাকা ব্যক্তি জাহান্নামে যাবে।[৩৫]

এ প্রসঙ্গে আরো বর্ণিত হয়েছে,

عن أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :... أَوَّلُ ثَلاَثَةٍ يَدْخُلُونَ النَّارَ : فَأَمِيرٌ مُسَلَّطٌ ، وَذُو ثَرْوَةٍ مِنْ مَالٍ لاَ يُؤَدِّي حَقَّ اللهِ فِي مَالِهِ ، وَفَقِيرٌ فَجُورٌ.

আবূ হুরায়রাহ রা. সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন, ... প্রথম তিন শ্রেণী যারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে, (তারা হলো) দাপুটে শাসক, ধনী যে তার সম্পদে মিশে থাকা আল্লাহর অধিকার দেয় না এবং পাপী দরিদ্র।[৩৬]

আল্লাহর অধিকার না দেয়ার অর্থই হচ্ছে যাকাত না দেয়া। এ বর্ণনা মতে তার অনিবার্য পরিণতই হচ্ছে জাহান্নাম।

জ. আগুনের চুড়ি পরিধান

গহনার যাকাত না দিলে তার শাস্তিরও বর্ণনা এসেছে। যেমন বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا وَفِى يَدِ ابْنَتِهَا مَسْكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهَا « أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا ». قَالَتْ لاَ. قَالَ « أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ ». قَالَ فَخَلَعَتْهُمَا فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- وَقَالَتْ هُمَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِرَسُولِهِ.

আমর ইবন শুয়াইব রা. তাঁর পিতা, তিনি তাঁর দাদার সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, একটি মহিলা রাসূলুল্লাহ স.-এর নিকট তার কন্যাকে নিয়ে আসলেন যার হাতে ছিল দু'টি স্বর্ণের মোটা চুড়ি। তিনি বললেন, তুমি কি এটার যাকাত দাও? সে বললো, না। তিনি বললেন, এ দু'টির পরিবর্তে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তোমাকে দু'টি আগুনের চুড়ি পরিধান করালে তা কি তোমাকে খুশী করবে? বর্ণনাকারী বলেন, এরপর সে এ দু'টি মহানবী স.-এর নিকট ছুড়ে ফেলে দিয়ে বললো, এ দু'টি আল্লাহ 'আযযা ওয়া জাল্লা ও তার রাসূল স.-এর জন্য।[৩৭]

[৩৫]. ইমাম তাবারানী, *আল-মুজামুস সগীর*, বৈরূত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খ্রি., হাদীস নং-৯৩৫; হাদীসটির সনদ হাসান সহীহ (حسن صحيح); মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *সহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব*, রিয়াদ : মাকতাবাতুল মা'আরিফ, তা.বি., হাদীস নং-৭৬২

[৩৬]. ইমাম আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৯৪৯২; হাদীসটির সনদ যঈফ (ضعيف); মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *যঈফুত তারগীব ওয়াত তারহীব*, রিয়াদ : মাকতাবাতুল মা'আরিফ, তা.বি., হাদীস নং-৪৬৪

[৩৭]. ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আয-যাকাত, পরিচ্ছেদ : আল-কানযু মা হুয়া? ওয়া যাকাতুল হুল্লী, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১৫৬৫। হাদীসটির সনদ হাসান (حسن); মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *সহীহ ওয়া যঈফ সুনানি আবী দাউদ*, হাদীস নং-১৫৬৩

সুতরাং যাকাত না দিলে কঠোর শাস্তি যে অপরিহার্য, তা সন্দেহাতীতভাবেই প্রমাণিত। আমাদের অনেকেই যাকাতকে গুরুত্বই দেন না। যাকাত দেয়া তো দূরের কথা, একে জরিমানা বলে মনে করেন। যাকাত দিলে সম্পদ কমে যাওয়ার ভয় করেন। নিজের সম্পদে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিষ্ঠিত দরিদ্রদের হক স্বীকারই তো করেন না; বরং সে হক নিজেই ভোগ করেন। আসলে অর্থনৈতিক জীবনে তাকওয়ার ঘাটতিই মূলত একজন ধনীকে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে অপরিহার্য যাকাতের মত এহেন ফরযকে এমনভাবে উপেক্ষা করতে সাহস যোগায়। নচেৎ যাকাত পরিশোধ না করলে যে অপরিহার্য শাস্তির কথা আমরা ইতঃপূর্বে আলোচনা করলাম, এর পরেও কী একজন ঈমানদার মানুষের পক্ষে যাকাত না দেয়ার দুঃসাহস দেখানো সম্ভব?

৮.৪ আমানাত খিয়ানাত করা

ইসলামে আমানাত সংরক্ষণ অন্যান্য ক্ষেত্রে তো বটেই, বিশেষ করে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সকল ক্ষেত্রে আমানাত সংরক্ষণ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾.

নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ দিচ্ছেন আমানতসমূহ তার হকদারদের কাছে পৌঁছে দিতে।[৩৮]

মহান আল্লাহ সফলকাম মু'মিনদের গুণাবলি বর্ণনা করতে যেয়ে বলেন,

﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴾

আর যারা নিজদের আমানতসমূহ ও অঙ্গীকার সংরক্ষণে যত্নবান।[৩৯]

আমানাতের গুরুত্ব বুঝাতে যেয়ে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ : لاَ إِيمَانَ لِمَنْ لاَ أَمَانَةَ لَهُ.

আনাস ইবন মালিক রা. সূত্রে বর্ণিত, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন, যার আমানাতদারি নেই তার কোন ঈমান নেই।[৪০]

সুতরাং আমানাতদারী না থাকলে সে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায়। মুনাফিক হওয়ার জন্য খিয়ানাতকারী হওয়াই যথেষ্ট। এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ.

আবূ হুরায়রাহ রা. সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন, মুনাফিকের লক্ষণ তিনটি, যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন প্রতিশ্রুতি দেয় ভঙ্গ করে, যখন আমানাত রাখা হয় তখন তা আত্মসাৎ করে।[৪১]

---

৩৮. আল-কুরআন, ০৪ : ৫৮

৩৯. আল-কুরআন, ২৩ : ০৮

৪০. ইমাম আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১৩৬৩৭

৪১. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-ঈমান, পরিচ্ছেদ : আলামাতুল মুনাফিক, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৩৩

আমাদের সমাজে আমানাত খিয়ানাতকারী ও অর্থ আত্মসাৎকারীর অভাব নেই। অস্বীকার করা হচ্ছে গচ্ছিত আমানাতকে। হায় তারা যদি বুঝত! এটা কত বড় জঘণ্য অপরাধ। তাকওয়ার গুণে গুণান্বিত কোন ব্যক্তি কক্ষনো আমানাত খিয়ানাতকারী হতে পারে না।

৮.৫ অবৈধ পন্থায় ব্যবসা করা

নিঃসন্দেহ ব্যবসা একটি উত্তম পেশা। ইসলাম শরী'আতের নিয়ম নীতি মেনে আমানতদারীর সাথে ব্যবসা পরিচালনা করার অপরিসীম মর্যাদা দিয়েছে। বর্ণিত হয়েছে,

عن أبي سعيد الخدري : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : التاجر الصدوق مع النبيين و الصديقين و الشهداء.

আবূ সাঈদ আল-খুদরী রা. সূত্রে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন, (কিয়ামতের দিন) সত্যবাদী ব্যবসায়ী নবী 'আলায়হিমুস সালাম, সিদ্দীকীন ও শহীদগণের সঙ্গী হবেন।[৪২]

সত্যবাদী ও সৎ ব্যবসায়ীদের জন্য এত বড় মর্যাদা ঘোষণা দেয়ার পরেও বাস্তবে অধিকাংশ ব্যবসায়ী এমন সব ঘৃণিত ও জঘন্য ব্যবসায়িক অপরাধে জড়িত, যা মূলত ইসলামের দৃষ্টিতে অবৈধ। যাদের সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ ، عَنْ أَبِيه ، عَنْ جَدِّه أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ إِلَى الْمُصَلَّى ، فَرَأَى النَّاسَ يَتَبَايَعُونَ ، فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ التُّجَّار ، فَاسْتَجَابُوا لرَسُول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ ، وَرَفَعُوا أَعْنَاقَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ إِلَيْه ، فَقَالَ : إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ القِيَامَة فُجَّارًا ، إِلاَّ مَنْ اتَّقَى اللَّهَ ، وَبَرَّ ، وَصَدَقَ.

ইসমাঈল ইবন উবাইদ ইবন রিফাআহ তাঁর পিতা, তিনি তাঁর দাদা রা.-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ স.-এর সাথে মুছাল্লার দিকে বের হলেন এবং রাসূলুল্লাহ স. লোকদেরকে ক্রয়-বিক্রয় করতে দেখলেন ও বললেন, হে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, তারা রাসূলুল্লাহ স.-এর সম্বোধনের উত্তর দিলেন এবং তাঁর দিকে তাদের ঘাড় ও চক্ষু উঁচু করলেন। তিনি বললেন, কিয়ামতের দিন ব্যবসায়ীদেরকে বড় পাপী হিসেবে উঠানো হবে, তবে সে সব ব্যবসায়ীকে নয়, যারা আল্লাহকে ভয় করে, সৎভাবে লেনদেন করে, সততার সাথে ব্যবসা পরিচালনা করে।[৪৩]

---

৪২. ইমাম হাকিম, *আল-মুসতাদরাক আলাস-সহীহাইন*, তাহকীক : মুসতাফা আব্দুল কাদির 'আতা, বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১১ হি./১৯৯০ খ্রি., হাদীস নং-২১৪৩। হাদীসটির সনদ যঈফ (ضعيف); মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *গায়াতুল মারাম ফী তাখরীজি আহাদীসিল হালাল ওয়াল হারাম*, বৈরূত : আল মাকতাবুল ইসলামী, তৃতীয় প্রকাশ, ১৪০৫ হি., হাদীস নং-১৬৭

৪৩. ইমাম তিরমিযী, *আল-জামি*, অধ্যায় : আল-বুয়ূ, পরিচ্ছেদ : আত-তুজ্জার ওয়া তাসমিয়াতুন নাবিয়্যি সা. ইয়্যাহুম, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১২১০; হাদীসটির সনদ যঈফ (ضعيف); যদিও ইমাম তিরমিযী হাদীসটির সনদ হাসান সহীহ (حسن صحيح) বলেছেন।

এ হাদীসে ব্যবসায়ীদেরকে অপরাধমুক্ত জীবন গড়তে তাকওয়া অবলম্বনের জন্য রাসূলুল্লাহ স. আহ্বান জানিয়েছেন। আমাদের দেশের ব্যবসায়ীরা অনেক অর্থনৈতিক অপরাধের সাথে যুক্ত। সংক্ষেপে ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে সংঘটিত অপরাধের কয়েকটির সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

৮. ৫.১ মিথ্যা বলা

অনেক ব্যবসায়ী পণ্যের মান, মূল্য প্রভৃতি বিষয়ে মিথ্যা বলে পণ্য বিক্রয় করে । এ বাস্তব অবস্থা মূল্যায়ন করে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ وَاثِلَةَ بن الأَسْقَعِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ إِلَيْنَا، وَكُنَّا تُجَّارًا وَكَانَ يَقُولُ:يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ.

ওয়াছিলাহ ইবন আসকা রা. সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ স. বাহির হয়ে আমাদের নিকট আসলেন, আমরা ছিলাম ব্যবসায়ী, তিনি বলছিলেন, হে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, মিথ্যাকে ভয় করো।[৪৪]

আসলে মিথ্যা বলা সকল ক্ষেত্রেই কাবীরা গুনাহ। বিশেষ করে মিথ্যা বলে পণ্য বিক্রয় করাকেও এখানে আরো বড় পাপ হিসেবে দেখা হয়েছে।

৮.৫.২ মিথ্যা শপথ করে পণ্য বিক্রয়

অনেক ব্যবসায়ী মিথ্যা শপথ করে পণ্য বিক্রয় করে থাকে। এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ أَبِى ذَرٍّ عَنِ النَّبِىِّ – صلى الله عليه وسلم– قَالَ « ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ » قَالَ فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّه –صلى الله عليه وسلم– ثَلاَثَ مِرَار. قَالَ أَبُو ذَرٍّ خَابُوا وَخَسِرُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّه قَالَ « الْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ.

আবূ যার রা. সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন, তিন সম্প্রদায়ের সাথে আল্লাহ কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না। তাদের দিকে তাকাবেন না। তাদের পরিশুদ্ধ করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। রাসূলুল্লাহ স. এটিকে তিন বার করে বললেন। আবূ যার রা. বললেন, তারা ব্যর্থ, তারা ক্ষতিগ্রস্ত। হে আল্লাহর রাসূল, তারা কারা? তিনি বললেন-টাখনুর নিচে কাপড় পরিধানকারী, অনুগ্রহ করে খোটা দানকারী ও মিথ্যা শপথ করে নিজের পণ্য বিক্রয়কারী।[৪৫]

[৪৪.] ইমাম তাবারানী, *আল-মুজামুল কাবীর*, তাহকীক : হামদী ইবনি আব্দুল মাজীদ আস-সালাফী, আল-মুসিল : মাকতাবাতুল উলূম ওয়াল হিকাম, ২য় প্রকাশ, ১৪০৪ হি./১৯৮৩ খ্রি., হাদীস নং-১৩২; হাদীসটির সনদ সহীহ লিগায়রিহী, (صحيح لغيرة); মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *সহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব*, রিয়াদ : মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ৫ম প্রকাশ, হাদীস নং-১৭৯৩

[৪৫.] ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-ঈমান, পরিচ্ছেদ : গালাযু তাহরীমি ইসবালিল ঈযার ওয়াল মান্নি বিল আতিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৩০৬

এ হাদীসে মিথ্যা শপথ করে নিজের পণ্য বিক্রয় করাকে অন্যতম জঘণ্য অপরাধ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ বিষয়ে আরো বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : مَرَّ أَعْرَابِيٌّ بِشَاة ، فَقُلْتُ : تَبِيعُنِيهَا بِثَلاَثَة دَرَاهِمَ ؟ ، قَالَ : لاَ وَاللَّه ، ثُمَّ بَاعَنِيهَا ، فَذَكَرْتُ ذَلكَ لرَسُول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : بَاعَ آخرَتَهُ ، بدُنْيَاهُ.

আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী রা. সূত্রে বর্ণিত, এক বেদুঈন এটি ছাগল নিয়ে আমাদের পাশ অতিক্রম করছিল। আমি তাকে তিন দিরহামের বিনিময়ে আমার নিকট এটি বিক্রয় করতে বললাম। সে আল্লাহর শপথ করে বলল, না। পরে সে টি আমার নিকট বিক্রয় করলো। আমি রাসূলুল্লাহ স.-কে বিষয়টি বললে তিনি বললেন, সে দুনিয়ার পরিবর্তে আখিরাতকে বিক্রয় করেছে।[৪৬]

এখানে প্রথম শপথ করে বিক্রয় না করার কথা বলে পুনরায় শপথের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে তা বিক্রয় করাকে তিরস্কার করা হয়েছে। এ বিষয়ে আরো বলা হয়েছে,

إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَلِفُ مُنَفِّقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مُمْحِقَةٌ لِلْبَرَكَةِ.

আবূ হুরায়রাহ রা. বলেন আমি রাসূলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছি, শপথ পণ্যদ্রব্যকে চালু করে বটে; কিন্তু উপার্জনের বরকত নষ্ট করে দেয়।[৪৭]

৮.৫.৩ ওযনে কম দেয়া

অনেক ব্যবসায়ী ওযনে কম দিয়ে ক্রেতাকে ঠকায়। পক্ষান্তরে ইসলামের দৃষ্টিতে এটি একটি মারাত্মক অপরাধ। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ. الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. أَلاَ يَظُنُّ أُوْلَئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ . لِيَوْمٍ عَظِيمٍ. يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ العَالَمِينَ ﴾

ধ্বংস যারা পরিমাপে কম দেয় তাদের জন্য। যারা লোকদের কাছ থেকে মেপে নেয়ার সময় পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে। আর যখন তাদেরকে মেপে দেয় অথবা ওযন করে দেয় তখন কম দেয়। তারা কি দৃঢ় বিশ্বাস করে না যে, নিশ্চয় তারা পুনরুত্থিত হবে, এক মহা দিবসে? যেদিন মানুষ সৃষ্টিকুলের রবের জন্য দাঁড়াবে।[৪৮]

এ আয়াতগুলোতে ওযনে কম দিয়ে ক্রেতাকে ঠকানোর সাথে সাথে ওযনে বেশী নিয়ে বিক্রেতাকেও ঠকানোকে কঠোর ভাষায় শুধু নিন্দা করাই হয়নি বরং তাদের ধ্বংস যে অনিবার্য তারও উল্লেখ হয়েছে।

[৪৬.] ইমাম ইবনু হিব্বান, *আস-সহীহ*, তাহকীক : শুয়াইব আল-আরনাউত, অধ্যায় : আল-বুয়ূ, বৈরূত : মুয়াস্সাতুত রিসালাহ, ২ য় প্রকাশ, ১৪১৪ হি./১৯৯৩ খ্রি., হাদীস নং-৪৯০৯; হাদীসটির সনদ হাসান (حسن)

[৪৭.] ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-বুয়ূ, পরিচ্ছেদ : আস-সাহুলাহ ওয়াস সামাহাহ ফিশ শিরাই ওয়াল বায়..., প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১৯৮১

[৪৮.] আল-কুরআন, ৮৩ : ১-৬

মহান আল্লাহর নির্দেশ হচ্ছে,

﴿ وَأَوْفُوا الكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾

আর মাপে পরিপূর্ণ দাও, যখন তোমরা পরিমাপ কর এবং সঠিক দাঁড়িপালায় ওযন কর। এটা কল্যাণকর ও পরিণামে সুন্দরতম।[৪৯]

তাঁর আরো নির্দেশ হচ্ছে,

﴿ وَأَقِيمُوا الوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلاَ تُخْسِرُوا المِيزَانَ﴾

আর তোমরা ন্যায়সঙ্গতভাবে ওযন প্রতিষ্ঠা কর এবং ওযনকৃত বস্তু কম দিও না।[৫০]

এ আয়াতগুলোতে মহান আল্লাহ ওযন ও পরিমাপকে সঠিক করার জন্য নির্দেশ দান করেছেন। ওযন কম দিতে নিষেধ করেছেন। তার নির্দেশ পালন ও নিষেধ বর্জন অপরিহার্য এবং তা লঙ্ঘন মারাত্মক অপরাধ। সুতরাং ওযন ও পরিমাপে কম বেশী করা হারাম। শুআইব আ.-এর সম্প্রদায় মাদায়িনবাসীকে ওযনে কম বেশী দেয়ার কারণে কঠোর শাস্তি দিয়ে পৃথিবী হতে চিরতরে ধ্বংস করে ফেলা হয়েছিল।

৮.৫.৪ প্রতারণা করা

অনেক ব্যবসায়ী প্রতারণা ও ধোঁকা দিয়ে ক্রেতাকে ঠকায়, যা ইসলামের দৃষ্টিতে মারাত্মক অপরাধ। এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ. أَنَّ رَسُولَ اللَّه —صلى الله عليه وسلم– مَرَّ عَلَى صُبْرَة طَعَام فَأَدْخَلَ يَدَهُ فيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلاً فَقَالَ « مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَام ». قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّه. قَالَ « أَفَلاَ جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَىْ يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّى

আবূ হুরায়রা রা. সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. খাদ্যের রাশির পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। এক পর্যায়ে তিনি এর মধ্যে তার হাত প্রবেশ করিয়ে দেখেন যে, খাদ্যদ্রব্যটি ভেজা। তিনি বললেন, হে খাদ্যের মালিক, এটি কী? সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল, বৃষ্টিতে ভিজে গেছে। তিনি বললেন, তুমি কেন এটাকে উপরে রাখলে না, যাতে মানুষ এটি দেখতে পায়? যে ধোঁকা দেয়, সে আমাদের মধ্য হতে নয়।[৫১]

পণ্যের দোষ গোপণ করে যে ক্রেতাকে ধোঁকা দেয় সে যে মুসলিম মিল্লাত থেকে দূরে নিক্ষিপ্ত হয় এ হাদীস তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

৮.৫.৫ পণ্য গুদামজাত করা

সস্তার সময় পণ্য ক্রয় করে কৃত্রিম সঙ্কট তৈরী করা হয় আর বেশী দামে পণ্য বিক্রয় করার লক্ষ্যে অনেক ব্যবসায়ী পণ্য গুদামজাত করে থাকে। ইসলামের দৃষ্টিতে এ ভাবে পণ্য গুদামজাত ও মজুদদারি করা অপরাধ বলেই গণ্য।

৪৯. আল-কুরআন, ১৭ : ৩৫

৫০. আল-কুরআন, ৫৫ : ০৯

৫১. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-ঈমান পরিচ্ছেদ : কওলুন নাবিয়্যি "মান গাশ্‌শানা ফালাইসা মিন্না", প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২৯৫

বর্ণিত হয়েছে,

كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ أَنَّ مَعْمَرًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ

সাঈদ ইবন মুসায়য়িব হাদীস বর্ণনা করতেন যে, মা'মার রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন, যে গুদামজাত করে সে অপরাধী।[৫২]

আরো বর্ণিত হয়েছে,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ، فَقَدْ بَرِئَ مِنَ اللهِ وَبَرِئَ اللَّهُ مِنْهُ.

ইবন উমর রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন, যে চল্লিশ দিন খাদ্য গুদামজাত করে, সে আল্লাহ থেকে সম্পর্কচ্যুত হয়ে যায় এবং আল্লাহও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন।।[৫৩]

আর আল্লাহ তা'আলা যার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন, সে ধ্বংস হবে এটাই স্বাভাবিক।

আরো বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ ، وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ

উমর রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন, যে (পণ্যদ্রব্য) এনে বিক্রয় করে সে রিযক প্রাপ্ত হয় আর যে গুদামজাত করে সে অভিশপ্ত হয়।[৫৪]

সুতরাং প্রত্যেক ব্যবসায়ীকে গুদামজাত করা থেকে বিরত থাকা উচিত।

৮.৫.৬ অবৈধ পন্থায় ক্রয়বিক্রয় করা

এটি কয়েক প্রকারের হতে পারে:

ক. হারাম পণ্য ক্রয় বিক্রয়

যেমন অনেকেই কুকুর, শূকর, উলঙ্গ ছবি, মদ, পর্ণ বই, ম্যাগাজিন ও ক্যাসেট প্রভৃতি ক্রয় বিক্রয় করে থাকে যা মূলত ইসলামে নিষিদ্ধ।

খ. ক্রয় বিক্রয়ের উপর ক্রয় বিক্রয়

যেমন ক্রেতা বিক্রেতা থেকে পণ্য করে ফেলেছে, হয়তো মূল্য পরিশোধ করে তা বুঝে নেয়নি এমন সময় তৃতীয় ব্যক্তি এসে ক্রেতাকে বলা, "তুমি এটা নিও না, আমি

৫২. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-মুসাকাত, পরিচ্ছেদ : তাহরীমিল ইহ্‌তিকার ফিল আকওয়াত, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৪২০৬

৫৩. ইমাম আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৪৮৮০; হাদীসটির সনদ মুনকার (منكر); মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *যঈফুত তারগীব ওয়াত তারহীব*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১১০০

৫৪. ইমাম ইবনু মাজাহ, *আস-সুনান*, তাহকীক : মুহাম্মাদ ফুয়াদ আব্দুল বাকী, অধ্যায় : আত-তিজারাত, পরিচ্ছেদ : আল-হুকরাহ ওয়াল জালব, বৈরূত : দারুল ফিকর তা.বি., হাদীস নং-২১৫৩; হাদীসটির সনদ যঈফ (ضعيف)

তোমাকে একই পণ্য এর চেয়ে কম মূল্যে দেব" অথবা বিক্রেতাকে বলা যে, "তুমি এ পণ্য ওকে দিও না, আমি এটি এর চেয়ে বেশী মূল্যে তোমার থেকে ক্রয় করে নেব।" একজনের সাথে ক্রয় বিক্রয় সম্পন্ন হয়ে যাওয়ার পরে তা রহিত করে পূর্বের চেয়ে কম দিয়ে বিক্রয় কিংবা বেশী দিয়ে ক্রয় করাকে রাসূলুল্লাহ স. নিষেধ করেছেন। যেমন বর্ণিত হয়েছে,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ – صلى الله عليه وسلم– قَالَ : لاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ.

ইবন উমর রা. সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন, তোমরা এক অপরের ক্রয় বিক্রয়ের উপর ক্রয় বিক্রয় করো না।[৫৫]

গ. মূল্য বাড়ানোর অপচেষ্টা

অনেকে বিক্রেতার সাথে যোগসাজশ করে অথবা পণ্য ক্রয়ের ইচ্ছা নেই, শুধু ক্রেতাকে বেশী মূল্যে ক্রয় করার জন্য উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে মূল্য বাড়ায়, এটি ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধ। একে 'নাজাশ' বলা হয়, যা ইসলামে নিষিদ্ধ। বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّجْشِ

ইবন উমর রা. সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. মূল্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্রয়ের অভিনয়কে নিষেধ করেছেন।[৫৬]

ঘ. দামের উপর দাম বলে ক্রয় বিক্রয়

ক্রেতা বিক্রেতার মধ্যে পণ্য বিক্রয়ের দামদর নির্ধারণ হওয়ার পর তৃতীয় পক্ষ বিক্রেতাকে পণ্যটি আমাকে দেন, আমি ঐ ক্রেতার চেয়ে বেশী মূল্য দিয়ে পণ্যটি ক্রয় করব বলে পণ্যটি ক্রয় করা। এ ধরনের দামের উপর দাম বলে কোন কিছু ক্রয় করাকে ইসলাম নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। যেমন বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... عَنْ أَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ

আবূ হুরায়রা রা. সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. কোন ব্যক্তির দাম বলার পর তার ভাইকে এর চেয়ে বেশী দাম বলতে নিষেধ করেছেন।[৫৭]

ঙ. পথিমধ্যে পণ্য ক্রয়

কোন পণ্য কেউ বাজারে নিয়ে আসার পূর্বেই পথিমধ্যে তা ক্রয় করে নেয়া ইসলামে অবৈধ। কেননা এতে বিক্রেতা বাজার মূল্য না পেয়ে ঠকতে পারে।

[৫৫]. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-বুয়ূ, অনুচ্ছেদ : তাহরীমু বায়ঈর রজুলি 'আলা আখীহি.., প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৩৮৮৪

[৫৬]. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-বুয়ূ, পরিচ্ছেদ : আন-নাজাশ ..., প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২০৩৫

[৫৭]. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আশ-শুরূত, পরিচ্ছেদ : আশ শুরূত ফিত-তলাক, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২৫৭৭

এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّه –صلى الله عليه وسلم– نَهَى عَنِ التَّلَقِّى لِلرُّكْبَان وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَاد

আবূ হুরায়রাহ রা. সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. আমদানীকারকদের নিকট থেকে (শহরে প্রবেশ করার পূর্বে) পথে পণ্য ক্রয় করতে এবং গ্রামীণ ব্যক্তির পক্ষ হয়ে শহুরে ব্যক্তির পণ্য বিক্রি করে দিতে নিষেধ করেছেন।[৫৮]

শহরের লোক যাতে গ্রামীণ কোন লোককে ঠকাতে না পারে তার জন্য এমনটি করা হয়েছে।

চ. পণ্য হাতে আসার পূর্বেই তা বিক্রয়

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يأتيني الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّى الْبَيْعَ لَيْسَ عندي أَفَأَبْتَاعُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ فَقَالَ « لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ ».

হাকীম ইবন হিযাম রা. সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, এক ব্যক্তি আমার কাছে এসে যা বিক্রয়ের জন্য আমার নিকট নেই এমন কিছু আমার থেকে ক্রয় করতে চায়। এরপর আমি তার কাছে তা বাজার থেকে এনে বিক্রয় করি। তিনি বললেন "যা তোমার কাছে নেই তা তুমি বিক্রয় করো না।[৫৯]

কেননা এমন অবস্থায় কোন কিছু বিক্রয় করা মূলত যে পণ্য এখনো অন্যের নিকট রয়েছে (অর্থাৎ বিক্রেতা যার মালিক নয়) তা বিক্রয়েরই শামিল। আর অন্যের মালিকানাধীন পণ্য বিক্রয় কীভাবে বৈধ হতে পারে?

ছ. ধোঁকার সম্ভাবনাময় ক্রয় বিক্রয়

যে সব ক্রয় বিক্রয়ে যে কোন পক্ষ ধোঁকা খেয়ে ঠকার সম্ভাবনা রয়েছে ইসলামে তা নিষিদ্ধ। বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّه –صلى الله عليه وسلم– ...عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

আবূ হুরায়রা রা. সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. ... ধোঁকা রয়েছে এমন যে কোন ক্রয় বিক্রয়কে নিষেধ করেছেন।[৬০]

এ কারণে গাছের ফল পরিপক্কতা লাভের পূর্বে তা বিক্রয় করতে তিনি নিষেধ করেছেন। কেননা ফল ব্যবহার যোগ্য হওয়ার পূর্বেই নষ্ট হয়ে গেলে ক্রেতা ঠকে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

[৫৮]. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-বুয়ূ, পরিচ্ছেদ : তাহরীমু বায়'ঈর রজুলি 'আলা বায়'ঈ আখীহি ..., প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৩৮৯১

[৫৯]. ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-ইজারা, পরিচ্ছেদ : ফির-রজুলি ইয়াবীউ মা লাইসা ইনদাহু, প্রাগুক্ত, হাদীন নং-৩৫০৫; হাদীসটির সনদ সহীহ (صحيح); মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *সহীহ ওয়া যঈফ সুনান আবূ দাউদ*, হাদীস নং-৩৫০৩

[৬০]. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-বুয়ূ, পরিচ্ছেদ : বুতলানু বায়ঈল হাসাত ওয়াল বায়ঈল লাযী ফীহি গারার, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৩৮৮১

বর্ণিত হয়েছে-

عن ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا

ইবন উমর রা. সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. ফল পরিপক্ক হওয়ার পূর্বে বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।[৬১]

আমাদের দেশে প্রায় সকলেই রাসূলুল্লাহ স. কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত হওয়ার পরেও অহরহ ফল পরিপক্ক হওয়া তো দূরের কথা, গাছে মুকুল আসার অনেক পূর্বেই বিশেষ করে আম বিক্রয় করে ফেলে। এটা একবারেই অবৈধ।

মোট কথা, ইসলাম ক্রেতা বিক্রেতা উভয়ের স্বার্থই সংরক্ষণ করেছে। ইসলাম ক্রয় বিক্রয়ের নীতিমালা এমনভাবে প্রণয়ন করেছে, যাতে কোন পক্ষই ঠকার ভয় না থাকে। এ সব নীতিমালা পরিপালিত না হলে ক্রয় বিক্রয় অবৈধ হয়ে যায়, যার অনিবার্য পরিণতিতে এর মাধ্যমে উপার্জিত আয় হারাম বলে গণ্য হয়। সত্যিকারের তাকওয়া পরিপালনের মাধ্যমে হালাল উপার্জনের লক্ষ্যে এ ধরনের অবৈধ ক্রয় বিক্রয় থেকে অবশ্যই দূরে থাকা সম্ভব।

৮.৬ পরিশ্রম ব্যতীতই পারিশ্রমিক গ্রহণ

আমাদের সমাজে চাকুরী নীতির মূলত দর্শনই হচ্ছে শ্রমের বিনিময়ে অর্থ উপার্জন। ইসলামের শারঈ পরিভাষায় একে বলা হয় ইজারা পদ্ধতি। যার মূল কথা বৈধ কাজে শ্রম দিয়ে চুক্তি অনুযায়ী কর্ম সম্পন্ন করে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা, যা মূলত শারী'আহ সম্মত। আমরা যারা বিভিন্ন অফিস, আদালত, কোম্পানী, প্রতিষ্ঠান ও সংস্থায় চাকুরী করি, এ চাকুরীটি ইসলামের নিয়মনীতি অনুযায়ী ইজারা পদ্ধতিরই অন্তর্ভুক্ত। নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদন করে নির্ধারিত পরিমাণ বেতন বা পারিশ্রমিক পাওয়ার শর্তে মূলত এ সব চাকুরী হয়ে থাকে। যে কাজ করার জন্য বেতন পাওয়ার চুক্তি হয়, সে কাজ সম্পন্ন না করে বেতন নেয়া চুক্তি ভঙ্গেরই নামান্তর, যা ইসলামের দৃষ্টিতে মারাত্মক অপরাধ। ইসলামে চুক্তি পরিপূর্ণ করার জোর তাকীদ এসেছে। মহান আল্লাহ এ প্রসঙ্গে নির্দেশ দিচ্ছেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾

হে তোমরা যারা ঈমান এনেছো, তোমরা অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ কর।[৬২]

আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ পালন অপরিহার্য, আর এ নির্দেশ লংঘন শাস্তিকে অনিবার্য করে। সুতরাং কাজ না করে বেতন নেয়া একদিকে যেমন চুক্তি ভঙ্গের শামিল, অপর দিকে তেমনি কঠোর শাস্তিকে অনিবার্যকারী মহান আল্লাহর নির্দেশ লঙ্ঘনেরও নামান্তর।

৬১. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আয-যাকাত, পরিচ্ছেদ : মান বা'আ ছিমারাহু আও নাখলুহ ..., প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১৪১৫

৬২. আল-কুরআন, ০৫ : ০১

যেনতেন কাজ মহান আল্লাহর অপছন্দনীয়। কোন কাজ করতে হলে সুচারুভাবে সম্পন্ন করাই হচ্ছে ঈমানের অনিবার্য দাবী। কেননা মহান আল্লাহ এমনটিই পছন্দ করেন। যেমন বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ اللهَ تَعَالَى يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتْقِنَهُ".

আয়িশা রা. সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের কোন ব্যক্তি কোন কাজ করলে তা সুচারুভাবে করাকে পছন্দ করেন।[৬৩]

এ কর্মকাণ্ডের মূল বিষয় হচ্ছে শ্রমের বিনিময়ে বেতন। যদি শ্রমই দেয়া না হয়, তাহলে বেতন কোন বিনিময় ছাড়াই গ্রহণ করা হলো যা কোনভাবেই বৈধ হওয়ার সুযোগ নেই। বরং তা হবে বাতিল পন্থায় সম্পদ ভক্ষণেরই নামান্তর। চুক্তি অনুযায়ী শ্রম দিয়ে বেতন নেয়া বৈধ। এ চুক্তি লংঘন করে অন্যভাবে অর্থ গ্রহণ অর্থ আত্মসাতেরই শামিল। এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ عَبْد اللَّه بْن بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ.

আব্দুল্লাহ ইবন বুরায়দা তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন, আমরা তাকে যে দায়িত্ব দিয়েছি তার বিনিময়ে দেয়া অর্থ তার জন্য হালাল রিযক স্বরূপ, এ ছাড়া যা সে গ্রহণ করবে তা হবে আত্মসাৎ।[৬৪]

বেতনের বিনিময়ে কাজের দায়িত্ব গ্রহণ মূলত উক্ত কাজ সঠিকভাবে সম্পাদন করাকে আমানত হিসেবে গ্রহণ করারই নামান্তর। যদি সে দায়িত্ব যথাযথ পালন না হয়, তাহলে তা হবে আমানতেরও খিয়ানত। আর আমানাতের খিয়ানত তো কবীরাহ গুনাহের মধ্যে অন্যতম। সুতরাং শ্রম ব্যতীত বেতন গ্রহণ নিঃসন্দেহে হারাম। কোন তাকওয়া লালনকারী মুসলিম কাজে ফাঁকি দিয়ে বেতন গ্রহণ করতে পারে না। সঠিকভাবে তাকওয়া অবলম্বনকারী মূলত পরিশ্রম করেই পারিশ্রমিক গ্রহণ করে।

৮.৭ লটারি ও জুয়াতে অংশ গ্রহণ

ইসলামী অর্থনীতির মূল দর্শন হচ্ছে বিনিময় ও শ্রমবিহীন কোন কিছুই বৈধ নয়। এ দু'য়ের অনুপস্থিতির কারণে লটারি ও জুয়া হারাম বলে গণ্য।

৬৩. ইমাম বায়হাকী, *শুআবুল ঈমান*, তাহকীক : মুহাম্মাদ আস-সাঈদ বাসয়ূনী যাগলূল, অধ্যায় নং ৩৫, পরিচ্ছেদ : আল-আমানাত ..., বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৪১০, হাদীস নং-৫৩১৩; হাদীসটির সনদ সহীহ (صحيح); মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহাহ*, রিয়াদ : দারুল মা'আরিফ, তা.বি., হাদীস নং-১১১৩

৬৪. ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-খারাজ, পরিচ্ছেদ : ফী আরযাকিল উম্মাল, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-২৯৪৫; হাদীসটির সনদ সহীহ (صحيح); মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *সহীহ ওয়া যঈফ আবূ দাউদ*, হাদীস নং-২৯৪৩

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾.

হে তোমরা যারা ঈমান এনেছো, নিশ্চয় মদ, জুয়া (লটারি), প্রতিমা-বেদী ও ভাগ্যনির্ধারক তীরসমূহ তো নাপাক শয়তানের কর্ম। সুতরাং তোমরা তা পরিহার কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও।[৬৫]

এখানে মহান আল্লাহ অন্যান্য কর্মকাণ্ডের সাথে সাথে 'মায়সির'কে পরিহার করার নির্দেশ দিয়েছেন। জুয়া ও লটারিও মূলত মায়সিরের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এ দু'টি হারাম। এর মাধ্যমে যা উপার্জিত হয় তাও হারাম। বর্ণিত হয়েছে-

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ ... وَمَنْ قَالَ لصَاحبه تَعَالَ أُقَامرْكَ فَلْيَتَصَدَّقْ.

আবূ হুরায়রা রা. সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন, ... কেউ যদি তার বন্ধুকে বলে, আমি তোমার সাথে জুয়া খেলব, তাহলে তার সাদাকা দেয়া উচিত।[৬৬]

যে মাল দিয়ে জুয়া খেলার কথা বলা হয়েছিল সেই মাল অথবা পাপ মোচনের জন্য যে কোন মালের সাদাকার কথাই এখানে বোঝানো হয়েছে। যাই হোক লটারি ও জুয়া হারাম এ দুয়ের সাথে সংশ্লিষ্ঠ অর্থও হারাম। অর্থনৈতিক জীবনে তাকওয়া অবলম্বনের মাধ্যমেই এ দুটি থেকে দূরে থাকা সম্ভব।

৮.৮ অনৈসলামিক ব্যাংকিং

ব্যাংকিং জগতে অনৈসলামিক পদ্ধতি বর্জন করে তাকওয়াভিত্তিক ব্যাংকিং খাতের চর্চা করা যায় সে লক্ষ্যেই বিগত শতাব্দির ষাটের দশকে ইসলামী ব্যাংকের পদযাত্রা শুরু হয়। আধুনিক যুগে প্রতিনিয়ত আমাদেরকে ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক ব্যাংকিং কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করতে হয়। অর্থনীতির অবিচ্ছেদ্য অংশ এ ব্যাংকিং কার্যক্রম তাকওয়া অনুশীলনকারী একজন মুসলিমের জন্য অবশ্যই শারী'আহ সম্মত হওয়া বাঞ্ছনীয়। সমাজের প্রচলিত ব্যাংকসমূহ সুদী কারবার করে। ইসলামী শারী'আর কোন ধার ধারে না। ইতঃপূর্বের সুদের আলোচনায় ইসলামের দৃষ্টিতে ও কুরআন সুন্নার আলোকে এর অপকারিতা ও ভয়াবহতা উপস্থাপিত হয়েছে। সে পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাংকিং জীবনে অনৈসলামিক সুদী ব্যাংকিং পরিহার করা একজন মুত্তাকী মুসলিমের তাকওয়া ও ঈমানের অনিবার্য দাবী।

৮.৯ কৃপণতা

ইসলামী অর্থনীতি একটি বাস্তবসম্মত ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনীতি। এখানে কৃপণতা ও অপব্যয় উভয়কেই শক্ত হাতে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। ইসলামে কৃপণতাকে একটি

[৬৫]. আল-কুরআন, ০৫ : ৯০

[৬৬]. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-ইসতিসান, পরিচ্ছেদ : কুল্লু লাহভিন বাতিল, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৫৯৪২

কুৎসিত ও কদাকার অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ স. কৃপণতা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন।[৬৭] মহান আল্লাহ কৃপণতার শাস্তি সম্পর্কে ইরশাদ করেন,

﴿ وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. ﴾

আর আল্লাহ যাদেরকে তাঁর অনুগ্রহ থেকে যা দান করেছেন তা নিয়ে যারা কৃপণতা করে তারা যেন ধারণা না করে যে, তা তাদের জন্য কল্যাণকর। বরং তা তাদের জন্য অকল্যাণকর। যা নিয়ে তারা কৃপণতা করেছিল, কিয়ামত দিবসে তা দিয়ে তাদের বেড়ি পরানো হবে।[৬৮]

কৃপণতা জাহান্নামকে অনিবার্য করে। যেমন বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ أَبِى بَكْرٍ الصِّدِّيقِ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ ... وَلاَ بَخِيلٌ.

আবূ বকর রা. সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,..কৃপণ জান্নাতে প্রবেশ করবে না।[৬৯]

কৃপণতা ধ্বংসকে অনিবার্য করে,

عَنْ عَبْد اللَّه بْن عَمْرو قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّه -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ « إِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالشُّحِّ أَمَرَهُمْ بِالْبُخْلِ فَبَخِلُوا.

আব্দুল্লাহ ইবন আমর রা. সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ স. এ বলে বক্তৃতা দিলেন যে, তোমরা কৃপণতা থেকে বাঁচো, কেননা তোমাদের পূর্ববর্তীরা কৃপণতার কারণেই ধ্বংস হয়ে গেছে। তাদেরকে কৃপণতার নির্দেশ দেয়া হয়েছে আর তারা কৃপণতা করেছে।[৭০]

কৃপণের জন্য ফেরেশতারা ধ্বংসের বদদু'আ করতে থাকেন। যেমন বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَيَقُولُ الآخَرُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا.

আবূ হুরায়রা রা. সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন, প্রতিদিন সকালে দু'জন ফেরেশতা অবতরণ করেন। তাদের একজন বলতে থাকেন, দাতাকে তার দানের উত্তম প্রতিদান দিন আর অপর জন বলতে থাকেন, কৃপণকে ধ্বংস করে দিন।[৭১]

[৬৭]. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আদ-দাওয়াত, পরিচ্ছেদ : আত-তা'আওউযু মিন আরযালিল উমুর, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-৬০১০

[৬৮]. আল-কুরআন, ০৩ :১৮০

[৬৯]. ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-বির ওয়াস সিলাহ, পরিচ্ছেদ : মা জাআ ফিল বাখীল, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১৯৬৩; হাদীসটির সনদ যঈফ (ضعيف)

[৭০]. ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আয-যাকাত, পরিচ্ছেদ : আশ-শুহ্হ, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১৭০০; হাদীসটির সনদ সহীহ (صحيح); মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী, *সহীহ ওয়া যঈফ সুনান আবু দাউদ*, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১৬৯৮

[৭১]. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আয-যাকাত, পরিচ্ছেদ : কওলুল্লাহি তা'আলা ফা আম্মা মান আতা ওয়াত্তাকা ওয়া সদ্দাক্বা বিল হুসনা..., প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১৩৭৪

হাদীসের ভাষায় কৃপণ আল্লাহ, জান্নাত ও মানুষ থেকে দূরে অবস্থান করে। যেমন বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « السَّخِيُّ قَرِيبٌ مِنَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْجَنَّةِ قَرِيبٌ مِنَ النَّاسِ بَعِيدٌ مِنَ النَّارِ وَالْبَخِيلُ بَعِيدٌ مِنَ اللَّهِ بَعِيدٌ مِنَ الْجَنَّةِ بَعِيدٌ مِنَ النَّاسِ قَرِيبٌ مِنَ النَّارِ وَلَجَاهِلٌ سَخِيٌّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ عَابِدٍ بَخِيلٍ.

আবূ হুরায়রা রা. সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন, দাতা আল্লাহ, জান্নাত ও মানুষের নিকটে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে অবস্থান করে। আর কৃপণ আল্লাহ, জান্নাত ও মানুষ থেকে দূরে এবং জাহান্নামের নিকটে অবস্থান করে। দানশীল মূর্খ ইবাদাতকারী কৃপণের চেয়ে আল্লাহর নিকট বেশী প্রিয়।[৭২]

মুমিনের জন্য কৃপণতা শোভনীয় নয়। এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَصْلَتَانِ لاَ تَجْتَمِعَانِ فِي مُؤْمِنٍ : الْبُخْلُ، وَسُوءُ الْخُلُقِ.

আবূ সাঈদ আল-খুদরী রা. সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন, মুমিনের মধ্যে দু'টি অভ্যাস কখনো একত্রিত হয় না। কৃপণতা ও খারাপ চরিত্র।[৭৩]

কৃপণ নিজকে যতই লাভবান মনে করুক না কেন, আসলে সে নিজের ক্ষতি নিজেই করে ছাওয়াব থেকে বঞ্চিত হয়। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন-

﴿ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ ﴾

অথচ তোমাদের কেউ কেউ কার্পণ্য করছে। তবে যে কার্পণ্য করছে সে তো নিজের প্রতিই কার্পণ্য করছে। আর আল্লাহ অভাবমুক্ত এবং তোমরা অভাবগ্রস্ত।[৭৪]

সুতরাং ইসলাম কৃপণতাকে ঘৃণা করে। যিনি তাকওয়া লালন করেন, তিনি অবশ্যই কৃপণতাকে পরিহার করে দানশীলতার গুণ অর্জন করবেন এটাই স্বাভাবিক।

৮.১০ অপচয়

অপচয় একটি অর্থনৈতিক ব্যাধি। আমাদের সমাজের অনেকেই এ ব্যাধিতে আক্রান্ত। ইসলামের দৃষ্টিতে এটি মারাত্মক অপরাধ। আল্লাহ তা'আলা অপচয় ও অপব্যয়কে নিষেধের লক্ষ্যে ইরশাদ করেন,

﴿ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا . إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴾

আর কোনভাবেই অপব্যয় করো না। নিশ্চয় অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই। আর শয়তান তার রবের প্রতি খুবই অকৃতজ্ঞ।[৭৫]

[৭২]. ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-বির ওয়াস সিলাহ, পরিচ্ছেদ : মা জাআ ফিস সাখাই, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১৯৬১; হাদীসটির সনদ খুবই দুর্বল (ضعيف جدا)

[৭৩]. ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-বির ওয়াস সিলাহ, পরিচ্ছেদ : মা জাআ ফিল বাখীল, প্রাগুক্ত, হাদীস নং-১৯৬২; হাদীসটির সনদ যঈফ (ضعيف)

[৭৪]. আল-কুরআন, ৪৭ : ৩৮

তিনি আরো নিষেধ করেন এই বলে যে,

﴿ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾

অপচয় করো না। নিশ্চয় তিনি অপচয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না।[৭৬]

সুতরাং অপচয় ও অপব্যয় মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নিষিদ্ধ। আমাদের জীবনযাত্রার অনেক উপদানের ক্ষেত্রে আমরা অনেকেই অপব্যয় করে থাকি। পোশাক, খাদ্যদ্রব্য, আসবাবপত্র, গাড়ী, বাড়ী প্রভৃতির ক্ষেত্রে যেটুকু আমাদের জন্য যথেষ্ট, তার চেয়েও বেশী করে আমরা আত্মতৃপ্তি লাভ করি। মূলত এ সকল ক্ষেত্রে প্রয়োজনের অতিরিক্তি যা আমরা করছি তাই অপচয়, যা ইসলামের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ। অর্থনৈতিক জীবনে তাকওয়া অবলম্বনকারীদের পক্ষ হতে এ ধরনের অপচয় হওয়ার সুযোগ থাকে না। সুতরাং অর্থনৈতিক জীবনে তাকওয়ার অনুপস্থিতির কারণে এ সব বিশেষ বিশেষ অর্থনৈতিক অপরাধ সম্প্রসারিত হয়। অর্থনৈতিক জীবনে তাকওয়া অবলম্বনকারীদের পক্ষে এ সব অপরাধ থেকে মুক্ত থাকা সম্ভব, যা তাকওয়াহীনদের থেকে আশা করা যায় না।

৯. উপসংহার

অর্থনৈতিক জীবনের স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতা একজন মানুষ থেকে তখনই আশা করা যায়, যখন তার লেনদেন, আয়-উপার্জন ও ব্যয়-খরচ মহান আল্লাহর ভয়ে ভীত হওয়ার অনুভূতি দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত হয়। এমনটি হলে স্বার্থের উন্মুক্ত হাতছানি, বড় লোক হয়ে আরাম-আয়াসের লোভলালসা, ভোগবিলাসের উন্মত্ত প্রতিযোগিতা ও যে কোনভাবে ধনী হওয়ার প্রবল বাসনা তাকে আর বিপথগামী করতে পারে না। অর্থনৈতিক দিক থেকে পথভ্রষ্ট একজন মানুষের মধ্যে আর হিংস্র পশুর মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। যে কোনভাবেই হোক অন্যের অধিকার পদদলিত করে নিজের স্বার্থ রক্ষাই হয় তার একমাত্র সাধনা। শত বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে সমাজে রক্তের বন্যা প্রবাহিত করতেও সে কুণ্ঠিত হয় না। আমরা চাই এমন একটি আলোকিত সমাজ, কলুষমুক্ত জনপদ, প্রত্যেকে নিজস্ব অধিকার ভোগের নিশ্চয়তা প্রদানকারী লোকালয়। আল্লাহর শপথ, এ জন্য অর্থনৈতিক জীবনে তাকওয়া অবলম্বনকারী জন গোষ্ঠীর কোন বিকল্প নেই। সেজন্য আসুন, আমরা নিজেরাও অর্থনৈতিক জীবনে তাকওয়া অবলম্বন করি। অন্যকেও তাকওয়া অবলম্বনের আহ্বান জানাই। সকলে মিলে অর্থনৈতিক জীবনে তাকওয়া অবলম্বনের পরিবেশ তৈরী করি।

[৭৫]. আল-কুরআন, ১৭ : ২৬-২৭

[৭৬]. আল-কুরআন, ০৬ : ১৪১, আল-কুরআন, ০৭ : ৩১